শ্রীলংকায় পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয় পেল প্রেসিডেন্ট অনূঢ়ার জোট

সারে-জমিন

আবাসের বাড়ি ফিরিয়ে মিলল অভিষেকের শুভেচ্ছা

রূপসী বাংলা

মাদ্রাসা সম্পর্কে দুটি অভিযোগের সারবত্তা বিচার

সম্পাদকীয়

ট্যাব দুর্নীতিতে যুক্ত নই, দাবি স্কুল-মাদ্রাসা ক্লার্ক সমিতির

সাধারণ

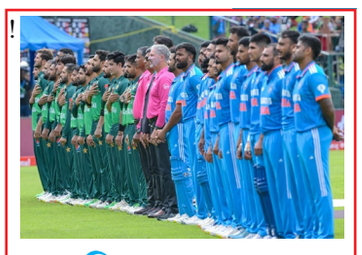

পাকিস্তানে না হলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে পারে ভারতে!

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৬ নভেম্বর, ২০২৪
১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 309 ■ Daily APONZONE ■ 16 November 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


**প্রথম নজর**

## সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশের বেশি করা হবে: রাহুল

**আপনজন ডেস্ক:** বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি শুক্রবার বলেছেন, ক্ষমতায় এলে সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশের ওপরে বাড়ানো হবে। ঝাড়খণ্ডের সিমডেগায় কংগ্রেসের সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় রাহুল গান্ধী হিংসা কবলিত মণিপুর সফর না করা এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির ১৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করেন। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধি ঝাড়খণ্ডের জনগণকে ইন্ডিয়া জোটের সাতটি গ্যারান্টির তালিকা দিয়েছেন। ইন্ডিয়া জোটে রয়েছে কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চ (জেএমএম), রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), সিপিআই-এম প্রভৃতি। রাহুল বলেন, সংবিধানকে ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে এবং এটি রক্ষা করা দরকার। আমরা যে কোনও মূল্যে সংরক্ষণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ শতাংশের বেশি করব। ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় এলে তফসিলি উপজাতিদের সংরক্ষণ বর্তমানের ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ, তফসিলি জাতি সংরক্ষণ ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ ১৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করা হবে। রাহুল বলেন, এত দিন ধরে মণিপুর জ্বলছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত সেখানে যাননি। তার নিজস্ব মতাদর্শের কারণে মণিপুরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণেই আমরা 'ভারত জোড়ো যাত্রা' করেছিলাম, যেখানে স্লোগান ছিল: 'নফরাত কি বাজার মে মুহব্বাত কি দুকান খোলেঙ্গে'। উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন প্রথম দফায় হয় ১৩ নভেম্বর। দ্বিতীয় দফায় ভোট ২০ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে ২৩ নভেম্বর। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলি হল সাড়ে চারশো টাকায় রান্নার, গ্যাস সিলিন্ডার, প্রত্যেক মানুষের জন্য ৭ কেজি রেশন, ১৯৩২ সালের খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে আবাসিক নীতি, সারনা ধর্ম বিধি লাগু, মহিলাদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ২৮ শতাংশ, তফসিলি জাতির জন্য ১২ শতাংশ এবং ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ, ১০ লাখ কর্মসংস্থান, ১৫ লক্ষ পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা, প্রতিটি ব্লকে ডিগ্রি কলেজ তৈরি, ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে ৩২০০ টাকা করা প্রভৃতি।

### ৯৩টি এফআইআর, আন্তঃরাজ্য গ্যাং সন্দেহে গ্রেফতার ১১

# ট্যাব জালিয়াতির তদন্তে সিট, ফেরানো হবে টাকা: মুখ্যমন্ত্রী

**আপনজন ডেস্ক:** পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বলেছেন যে ট্যাব বা মোবাইল ফোন কেনার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো সরকারী তহবিল জালিয়াতির তদন্তের জন্য তার সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে। কলকাতা ফেরার আগে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার একটি ট্যাবলেট বা মোবাইল কেনার জন্য সরকারি স্কুলের প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক এবং দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০,০০০ টাকা স্থানান্তর করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে কথিত অসদাচরণের কারণে অর্থ গ্রহণ করেনি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি সিট গঠন করা হয়েছে। আমাদের প্রশাসন অনেক শক্তিশালী। তারা ইতিমধ্যে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে এবং যা করা দরকার তা করবে। এই মামলায় জড়িত ওই দলটি মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের বাসিন্দা। এই ধরনের গোষ্ঠী প্রায় সব রাজ্যেই রয়েছে। যারা টাকা পাননি, তাদের সকলকে টাকা দেওয়া শুরু করেছে সরকার।

*শুক্রবার নিউটাউনের আদিবাসী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।*

অপরদিকে, রাজ্য পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শুক্রবার জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলের ১৬ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,৯১১ জন রাজ্য সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের সাথে যুক্ত সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছে, যা দশম শ্রেণি এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা দেয়। এই কেলেঙ্কারি পুলিশকে তদন্ত শুরু করতে প্ররোচিত করেছিল। এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ৯৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এডিজি (সাউথ বেঙ্গল) সুপ্রতিম সরকার বলেন, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৬ লক্ষ পড়ুয়ার মধ্যে ১ হাজার ৯১১ জন পড়ুয়া প্রতারণার শিকার হয়েছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড সহ একাধিক রাজ্য থেকে পরিচালিত সাইবার অপরাধীরা এই জালিয়াতি চালিয়েছে বলে জানান সুপ্রতিম সরকার। তিনি বলেন, তদন্তে আন্তঃরাজ্য গ্যাংয়ের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে কয়েকজন এই অভিযানের অংশ বলে স্বীকার করেছে এবং অভিযানের সময় জব্দ করা নথিগুলি অন্যান্য ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) প্রকল্প এবং জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল থেকে তহবিল পাচার সহ পূর্ববর্তী সাইবার কেলেঙ্কারিতে তাদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। রাজ্য পুলিশ এই কেলেঙ্কারির তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে এবং অন্যান্য রাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। স্থানীয় স্তরে সিস্টেমে কোনও কারচুপি হয়েছিল কিনা বা অভ্যন্তরীণ যোগসাজশের কারণে জালিয়াতরা সাহায্য করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সুপ্রতিম সরকার বলেন, আমরা জানার চেষ্টা করছি যে এই দুষ্কৃতীরা সিস্টেমে কারসাজি করেছিল কিনা, বা নিচুতলায় কোনও লোক জড়িত ছিল কিনা, বা প্রতারকদের সহায়তা করার জন্য কেউ সিস্টেমে গোপনে কাজ করেছিল কিনা। অন্যদিকে, শুক্রবার কলকাতার রাজারহাটের আদিবাসী উন্নয়ন দফতর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে সাঁওতাল সম্প্রদায় ও উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে আসা আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, ফিরহাদ হাকিম সহ অন্যান্যরা। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো সারি এবং সারনা বিশ্বাসীদের ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।

## দেরাদুনের দুন স্কুলের ভিতরে 'মাজার' ভেঙে দিল 'গেরুয়া' জনতা

**আপনজন ডেস্ক:** ডানপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলির প্রতিবাদের পরে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের একটি বিখ্যাত আবাসিক স্কুলের চত্বরের থাকা একটি 'মাজার' ভেঙে ফেলা হয়েছিল। দুন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, তাঁর ছেলে রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া করণ সিং, নবীন পট্টনায়কে ছাড়াও অমিতাভ ঘোষ এবং বিক্রম শেঠের মতো বিখ্যাত লেখক রয়েছেন।
এটি দেরাদুনের ছেলেদের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ব্রিটিশ যুগের বেসরকারী বোর্ডিং স্কুল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যে চার-পাঁচজনের একটি দল কুড়াল এবং হাতুড়ি ব্যবহার করে মাজারটি ভেঙে ফেলছে।
শুক্রবার দেরাদুনের জেলাশাসক সাভিন বনসল জানান, ঘটনাটি ঘটেছে কয়েকদিন আগে।
তিনি বলেন, 'আমরা এটি ভেঙে ফেলার কোনো আদেশ দেইনি। তবে, আমরা মাজার সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এসডিএম সহ একটি দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, তিনি তার দলের কাছ থেকে এই ঘটনার একটি প্রতিবেদন চেয়েছিলেন। হিন্দু সংগঠনের নেতা স্বামী দর্শন ভারতী জানিয়েছেন, তিনি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে স্কুলের সীমানার মধ্যে মাজারটি ভেঙে ফেলার অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, যেই এটা করুক না কেন, আমি এই ধ্বংসযজ্ঞকে স্বাগত জানাই। স্কুলের ভিতরে মাজার থাকবে কেন? তাও আবার দুন স্কুলের মতো নামী স্কুলের দেয়ালের ভিতরে।
উত্তরাখণ্ড রক্ষা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা ভারতী বলেন, রাজ্যে ভূমি জিহাদের ব্যাপ্তি এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।
সূত্রের খবর, মাজারটি পুরনো এবং সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সেগুলি সংস্কার করেছে। ২০২২ সালে সরকারি জমিতে বেআইনি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযানের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৫ হাজার একর সরকারি জমি দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
এদিকে উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের দাবি, স্কুলের যে অংশে মাজার দাঁড়িয়েছিল, সেই অংশই এক সময় তাদের সম্পত্তি ছিল।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়াকফ বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী, ওই এলাকায় ৫৭ একর জমি আমাদেরই ছিল, তবে তার বর্তমান অবস্থা জানা যায়নি।


বুঝে পড়ি ডাক্তারি

MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB

দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে

ভর্তির সু-পরামর্শ

9804281628 /8100057613

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE

Park Circus Kolkata

www.checkmatecareer.com

ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

মহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৬০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, *MBBS, MD, Dip Card*

✆ 91237 21642 / 89360 01515

## প্রথম নজর

### ৫০ বছরের পুরনো পুকুর বোজানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** দীর্ঘ ৫০ বছরের পুরনো পুকুর বোজানোর অভিযোগ, প্রতিবাদে লিলুয়া পঞ্চাননতলায় বিক্ষোভে মহিলারা। হাওড়ার লিলুয়া পঞ্চাননতলায় বালি পৌরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিক্ষোভ। শুক্রবার সকালে স্থানীয় মহিলারা ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে লিলুয়ার পঞ্চাননতলায় এই পুকুরটি ব্যবহার করে আসছেন এলাকাবাসীরা। অভিযোগ, এখন দেখা যাচ্ছে এই পুকুরটি বোজানোর চেষ্টা করছে কিছু অসাধু ব্যক্তি। এই বিষয়ে বালি পৌরসভা, লিলুয়া থানা এবং বিভিন্ন সরকারি জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোন সুরাহা না মেলায় শুক্রবার এলাকার মহিলারা বিক্ষোভে সামিল হন। এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে লিলুয়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

### দুয়ারে শীতের আমেজ এখন বাঁকুড়ায়

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে দুয়ারে শীত, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছেও যখন শীত অনুভূত হয়নি তখন খানিক চিন্তায় ছিলেন বাঁকুড়ার মানুষ। অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর শুক্রবার সকাল থেকেই হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হওয়ায় খুশী অনেকেই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, এদিন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রার পারদ আরও নামবে, বইবে উত্তুরে হাওয়াও। তবে পুরোপুরি শীতের আমেজ পেতে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে বলেই খবর।

## গাজোলের অন্নদাশঙ্কর সদনে বীরসা মুন্ডাকে ভার্চুয়ালি শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** মালদার গাজোল ব্লক প্রাঙ্গণ অন্নদাশঙ্কর সদনে শুক্রবার বেলা চারটা নাগাদ বীরসা মুন্ডা ১৫০ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল এর মধ্যে দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন। এরপর বীরসা মুন্ডা প্রতি ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাদল বাজিয়ে ও আদিবাসী নৃত্য মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প তাজমুল হোসেন, রাজ্যের উদ্বাস্তু ছেলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার, মালদা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার পৌরসভা কাউন্সিলর কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, গাজোল থানা আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল, গাজোল ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন, থেকে শুরু করে আরো অনেকে ।

## সুন্দরবনবাসী গোসাবা হাসপাতালে পেল প্রথম ইউএসজি পরিষেবা

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা**

**আপনজন:** প্রসূতি মায়েদের ইউ এস জি করতে আসতে হতো কোন বেসরকারি হাসপাতালে অথবা ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে। গাড়িতে দীর্ঘক্ষণ ধকল নিয়ে নদী পেরিয়ে তবেই আসতে হতো রেডিওলজিস্ট এর কাছে। এবার সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন সুন্দরবন দ্বীপের লক্ষাধিক মানুষ। গোসবা ব্লকের ব্লক হাসপাতালে শুক্রবার উদ্বোধন করা হল এই ইউএসজি পরিষেবার। উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুব্রত মন্ডল। মূলত বিধায়কের বিধায়ক তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে এই অত্যাধুনিক মেশিনটি কেনা হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এই প্রকল্পের জন্য।
গোসাবা ব্লক হাসপাতালের উপর সুন্দরবন এলাকার বহু মানুষ নির্ভর করে থাকেন। প্রসূতি মায়েদের এখানে এনে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই আছে। ছিল না কোন ইউএসজি পরিষেবা। ফলে স্থানীয়ভাবে বেসরকারি ছোট ছোট নার্সিংহোমগুলোতে রমরমিয়ে চলছিল তা। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরাও এই সমস্ত ইউএসজি পরিষেবা দেওয়ার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবার আর সেই সমস্যা হবে না সাধারণ মানুষের। নদী পেরিয়ে আসতে হবে না ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। এ বিষয়ে বিধায়ক সুব্রত মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের মানুষ এতদিন এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়ে এবং বিধায়ক কোটার ইউ এস জি মেশিন বসানো হলো। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই এখনো অনেক কিছুই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাকি আছে সুন্দরবনের দ্বীপে। রেডিওলজিস্ট এবং গাইনোস্পেশালিস্ট চিকিৎসকরা ও আগামী দিনে আসবেন এই হাসপাতালে।

## আবাসের বাড়ি ফিরিয়ে মিলল অভিষেকের শুভেচ্ছা বার্তা

**নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার**

**আপনজন:** আবাস যোজনার বাড়ি ফিরিয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা পেলেন ডায়মন্ড হারবারের মড়িগাছির গৃহশিক্ষক আনিসুর রহমান। সাংসদের শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে আপ্লুত আনিসুর। প্রসঙ্গত, ২০২৪ এর আবাস যোজনার তালিকায় নাম আসে ডায়মন্ডহারবারের মড়িগাছির যুবক আনিসুর রহমানের। ২০১৮ সালে সমীক্ষাতে পাকা বাড়ির জন্য নাম নথিভুক্ত করেন তিনি। তবে ২০২৪ সালের মধ্যে পাকা বাড়ি হয়ে যায় আনিসুরের। তাই আবাস যোজনার তালিকায় নাম আসলে সেই বাড়ি ফেরত দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন করেন।
এই খবর সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত হলেই ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার তার প্রতিনিধি দলকে আনিসুর রহমানের বাড়িতে পাঠান। ডায়মন্ডহারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার ও বিধানসভার দলীয় পর্যবেক্ষক সামিম আহমেদ সহ প্রতিনিধিদল আনিসুর রহমানের বাড়িতে পৌঁছে সাংসদের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা ও উপহার আনিসুর রহমানের হাতে তুলে দেন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে আপ্লুত মড়িগাছির গৃহশিক্ষক আনিসুর রহমান। এদিন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন আনিসুর একজন সৎ যুবক তার এই সততায় খুশি ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতন আনিসের সঙ্গে দেখা করে তাকে সম্মান জ্ঞাপন করলাম। আনিসুর এই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সম্মান তিনি আপ্লুত তিনি বলেন সাংসদ সততার সঙ্গে যেভাবে মানুষের উন্নয়নের কাজ করছে সেখানে যদি আমরা তার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ হয়ে কোন গরীব মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করি সেটা সঠিক হবে না সেই কারণে আমার থেকে নিঃস্ব গরিব অনেক মানুষ আছে তারা যাতে এই আবাসের ঘর পায় সেই কারণে আমি আমার ঘর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এতে আমার পরিবারের সম্মত দেন। শনিবার দিন আনিসুরের বাড়ি তে গ্রামের মানুষ জান তাকে সম্মান ও বাহবা দেন।

## কলকাতা বইমেলার থিম কান্ট্রি জার্মানি, বাংলাদেশের আসা অনিশ্চিত

**নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা**

**আপনজন:** ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন ২৮ জানুয়ারি, মেলা চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। শুক্রবার কলকাতার পার্ক হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা গুলো বলেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি ত্রিদিব চ্যাটার্জী। তিনি বলেন সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও অন্যান্য গুণিজন। বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে তার নিজস্ব প্রাঙ্গণে, সল্টলেক। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নগরোন্নয়ন দপ্তর, কে এম ডি এ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, বিধাননগর পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, বিধাননগর পৌরসংস্থা সহ অন্যান্য দপ্তরের কাছেও। বই মেলা কমিটির সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে বলেন কলকাতা বইমেলা পৃথিবীর বৃহত্তম পাঠকধন্য বই উৎসব। ২০২৪ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী মানুষ, বই বিক্রির পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা। এই অভাবনীয় সাফল্যে আমরা যেমন আনন্দিত। স্টলের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও সীমাবদ্ধ পরিসরের জন্য দুঃখিত। বইমেলার ৪৮ বছরের ইতিহাসে, এই প্রথম ফোকাল থিম কান্ট্রি হিসেবে অংশগ্রহণ করছে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ – জার্মানি। ১৯৭৬ সালে কলকাতা বইমেলা আয়োজনের প্রথম চিন্তাভাবনা এসেছিল জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলা থেকে। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা নিয়মিত যেতেন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলায়। পরবর্তীকালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলার বহু প্রতিনিধিও এসেছেন আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। ১৯৮৪ এবং ২০০৬ সালে যখন ভারত ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলার থিম কান্ট্রি ছিল। এদনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় জার্মান ভাইস কনসাল মিস্টার সিমোন ক্লাইনপাস এবং কলকাতার গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ম্যাডাম অ্যাস্ট্রিড ভেগে। বইমেলায় ফোকাল থিম হিসেবে অংশগ্রহণের বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখেন। ২০২৫ এর বইমেলায় অংশগ্রহণ করছেন গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পেরু, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ। তবেম এবারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে ধোঁয়ামশা রয়েছে। এবারের বইমেলায় থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেনস প্যাভিলিয়ন ও অন্যান্য আকর্ষণও। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ, কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল, কেএলএফ, অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ।

## বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে আদিবাসীদের পাশে থাকার বার্তা পৌরপ্রধানের

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ**

**আপনজন:** সারা বছর ধরেই বিশেষ বিশেষ দিবসের পাশাপাশি বিশিষ্টজনদের জন্মদিন পালন করে থাকে বনগাঁ পৌরসভা। শুক্রবার বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মদিন পালিত হলো বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে। এক নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কুঠিবাড়ি আদিবাসী পাড়া এলাকায় বাগদা রোডস্থিত বিরসা মুণ্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তির সম্মুখে ওই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা, বনগাঁ থানার আইসি শিবু ঘোষ সহ বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলররা।
উল্লেখ্য বিরসা মুন্ডা ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন মুন্ডা আদিবাসী এবং সমাজ সংস্কারক ।
তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার-অবিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে মুন্ডা বিদ্রোহের সূচনা করেন । বিদ্রোহীদের কাছে তিনি বিরসা ভগবান নামে পরিচিত ছিলেন । বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন কর্মসূচি শুরুতেই বিরসা মুণ্ডার পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। আদিবাসীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পৌরসভার তরফে চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ এ দিন কনজারভেন্সি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। তাঁদের হাতে তুলে দেন উপহার সামগ্রী।
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আদর্শিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'আদিবাসী, মতুয়া, হরিজনরা আমার ভাই। হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টানরা আমার ভাই ও বোন।' দলিত আদিবাসীদের কল্যাণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা উল্লেখ করে গোপাল শেঠ বলেন 'আদিবাসীদের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' বিরসা মুন্ডার প্রকৃতি প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার আহ্বান জানান গোপাল শেঠ।
দলিত আদিবাসীদের নিয়ে আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে গোপালবাবু বলেন, যারা সরকারি জমির উপর বসবাস করছেন তাদেরকে যাতে পাট্টা দেওয়া যায় বিষয়টি সরকারকে জানাবো, এবং বাড়ি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো ' অন্ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সমস্ত বিষয়েই আদিবাসীদের কল্যাণ পাশে থাকার বার্তা দেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ।

## ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা চুরির কিনারা করল মঙ্গলকোট পুলিশ

**পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট**

**আপনজন:** অপরাধ দমনে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার পুলিশের সাফল্য অব্যাহত। অভিযোগ দায়েরর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া মোটা অংকের অর্থ পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেপ্তার করলো মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। চুরির ঘটনায় ধৃত হুগলির পান্ডুয়ার বাসিন্দা মনোজ দাস ও বিকাশ দাস কে শুক্রবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে এসিজেম এজলাসে পেশ করা হয়। পুলিশের তরফে ধৃতদের ৭ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে রাখার আবেদন জানানো হয়। এলাকা সুত্রে প্রকাশ, -'গত বুধবার দুপুরে আউশগ্রামের উক্তার বাসিন্দা আব্দুল আলিম সেখ গুসকারার এক ব্যাঙ্ক থেকে ৬ লক্ষ টাকা তুলে মঙ্গলকোটের রঘুনাথপুরের এক ব্যক্তি কে ৩৫ হাজার টাকা দিতে যান।মোটরসাইকেলের টুল বাক্সে সাড়ে ৫ লাখের টাকা রেখে ওই টাকা দিতে যান আলিম ।
সেসময়ই সাড়ে ৫ লাখ টাকা চুরি হয়'।এরপর বুধবার রাতেই মঙ্গলকোট থানায় টাকা চুরির অভিযোগ করেন আব্দুল আলিম সেখ ।অভিযোগপত্র পেয়েই মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের সামনে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে চুরির ঘটনাস্থল অর্থাৎ মঙ্গলকোটের রঘুনাথপুর অবধি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা গুলির সিসিটিভি ফুটেজ গভীররাত অবধি পর্যবেক্ষণ করেন আইসি।
খুব দ্রুত ২ জন ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ হয়ে যায় ওই রাতেই।চোরেদের ব্যবহার করা মোটরসাইকেল রহস্য উদঘাটনে সুত্র এনে দেয় অনেকখানি। পুলিশ সুত্রে জানা যায়, -'ওই দুই চোর হুগলির পান্ডুয়ার দাগি আসামি হিসাবে কুখ্যাত'।মঙ্গলকোটের আইসি মধুসূদন ঘোষ দীর্ঘদিন হুগলি জেলা পুলিশে বিভিন্ন থানায় ওসি থাকায় নিজস্ব নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে চোরেদের গতিবিধি অত্যন্ত দ্রুততায় জেনে ফেলেন।
বৃহস্পতিবার রাতে বীরভূমের তারাপীঠ থেকে বিকাশ দাস ও মনোজ দাস ( সম্পর্কে দুই ভাই) কে নগদ ৪ লক্ষ টাকা, একটি মোটরসাইকেল, ৩ টি মোবাইল ফোন, ৩ টি ভুয়ো নাম্বার প্লেট উদ্ধার করে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। শুক্রবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে এসিজেম এজলাসে ধৃতদের পেশ করা হয় । ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ।

## বিরসা মুন্ডার জন্ম বার্ষিকী পালন ইটাহারে

**মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ**

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও ইটাহার ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় ইটাহারে বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করা হল ইটাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।এদিন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও সত্যজিৎ বর্মন বিরসা মুন্ডার ছবিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, পুলিস সুপার শানা আকতার, ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, বিডিও দিব্যেন্দু সরকারসহ বিভিন্ন আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্য, তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা, ধামসা মাদল বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, জাতি শংসাপত্র প্রদান এবং সম্মাননার আয়োজন করা হয়। এছাড়া সরকারি প্রকল্পের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়।
জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা জানান, আদিবাসীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সরকার সদা তৎপর। বিধায়ক মোশারফ হুসেন বলেন, এই উদ্যোগ আদিবাসীদের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সভা বাসুবাটিতে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি**

**আপনজন:** বাসুবাটি পাঁচ গম্বুজ বড় মসজিদে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গদ্দিনশিন সৈয়দ মাওলানা আহসানুল ইসলাম ও সৈয়দ মৌলানা তাজুল ইসলাম বক্তব্য দেন যে ওয়াকাফ স্টেট আল্লাহর সম্পত্তি কালো বিলের বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে ময়দানে নামতে হবে।কারো হস্তক্ষেপ আমরা বরদাস্ত করবো না। সেরকম পরিস্থিতি হলে আমরা দিল্লির পার্লামেন্টের সামনে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদ জানাবো। সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফি জামাতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম বলেন আমার সকলের কাছে অনুরোধ উনিশে নভেম্বর মঙ্গলবার শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে সভা সফল করিবেন। হুগলি জেলা সম্পাদক সাইয়েদ ইমদাদুল ইসলাম সৈয়দ সানাউল ইসলাম ও সৈয়দ নুরুল্লাহ ও সৈয়দ জিশানুল ইসলাম সমাজসেবী সৈয়দ তারিফুল ইসলাম প্রমুখ।

## দশ বছর ধরে চেয়েও মিলল না আবাসের ঘর, ভগ্ন ঘরেই বাস বৃদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাজারহাট**

**আপনজন:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর ভেঙে গিয়ে অসহায় মহিলা। আবাস যোজনার ঘর চেয়ে দশ বছর ধরে স্থানীয় সদস্যের কাছে ঘুরছেন তাও কোন সুরাহা মেলেনি। রাজারহাট বিষ্ণুপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহাম্মদপুর স্কুল পাড়ায় ৫৫ বছরের এক মহিলা তার আশ্রয় এখন বাবার বাড়িতেই। ৩০ বছরের পুরনো মাটির ঘরেই বসবাস করত। গত ৬ মাস আগে ঝড়ে তার ঘর ভেঙে চাপা পড়ে ওই মহিলা। এরপরই তার ভাই তার নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। ওই মহিলার অভিযোগ, দশ বছর ধরে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে আমি আবাস যোজনার ঘরের দাবি করি কিন্তু আস্থা ছাড়া কিছুই মেলেনি। অথচ বড় বড় ছাদ দেওয়া ঘর যাদের আছে তাদেরকেই ঘর পাইয়ে দিচ্ছে। রাজারহাট বিডিও জানান বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য আফতাব উদ্দিন জানান, আমিও শুনেছি ব্যাপারটা ওই মহিলা ঘর পাওয়ার যোগ্য তার ঘরটা একেবারেই ভেঙে পড়ে গিয়েছে। আমি পরিদর্শনে যাব এবং বিডিও সাহেব ও জেলা সভাধিপতির সঙ্গে কথা বলব।

## গায়ে গুটকার পিক ফেলার প্রতিবাদ করায় মারধর বিড়ি শ্রমিক মহিলাকে

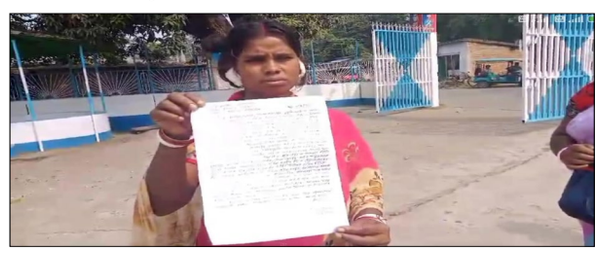

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধার সময় জানালা দিয়ে গায়ে গুটকার পিক ফেলার প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর এবং কান ছিঁড়ে রক্তাক্ত করে দেওয়ার অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জেলার ফারাক্কা থানার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নগরী গ্রামে। ঘটনায় প্রতিবেশী এক যুবক এবং তার আরো কয়েকজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে ফারাক্কা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ওই মহিলা। আক্রান্ত মহিলা পিঙ্কি মন্ডলের অভিযোগ, বুধবার নিজের বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধছিলেন তিনি। সেসময় প্রতিবেশী যুবক জানালা থেকে গুটকার পিক ফেলে তার গায়ে। বিষয়টির প্রতিবাদ করায় বাড়িতে প্রবেশ করে ওই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় মারধোরের পাশাপাশি দুটি কান ধরে টেনে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয় তাকে। জরুরী ভিত্তিতে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কানে সেলাই করা হয়। শুক্রবার থানায় অভিযোগ দায়ের করতেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ।

## প্রথম নজর

# ‘তাজিকিস্তানে তিন দশকে বিলুপ্ত ১০০০ হিমবাহ’

**আপনজন ডেস্ক:** তাজিকিস্তানে গত তিন দশকে এক হাজারেরও বেশি হিমবাহ গলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনের ফাঁকে তাজিকিস্তানের জ্বালানিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
তাজিকিস্তানের জ্বালানি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী দালের জুমা বলেন, ১৪ হাজার হিমবাহের মধ্যে ৩০ বছরে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক হাজারের বেশি হিমবাহ গলে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমবাহ দ্রুত গলে যাওয়ার বিষয়টি পানিসম্পদ রক্ষার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বড় ধরনের হুমকির কারণ। গত বুধবার জ্বালানি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। মধ্য এশিয়ার দেশটিতে হাজার হাজার হিমবাহ রয়েছে। ওই অঞ্চলের খাদ্য ও পানির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এসব হিমবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত শুকনা মৌসুমে পানির চাহিদা পূরণ করার জন্য এগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়।
জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই শতাব্দীর শেষনাগাদ মধ্য এশিয়া থেকে হিমবাহ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে আট কোটির বেশি মানুষের অঞ্চল বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে।

# মেটাকে ৮৪ কোটি ডলার জরিমানা করল ইইউ

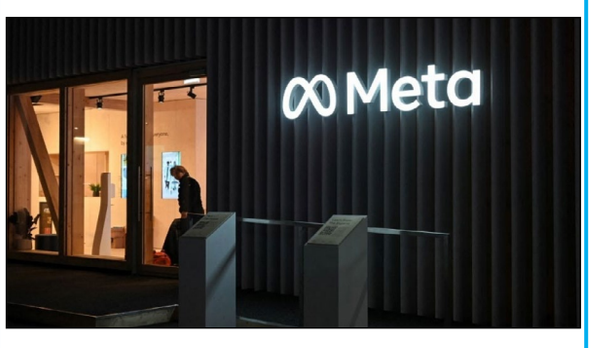


**আপনজন ডেস্ক:** ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটাকে বৃহস্পতিবার ৭৯ কোটি ৭৭ লাখ ২০ হাজার ইউরো (৮৪ কোটি ডলার) জরিমানা করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ) ফেসবুকের মার্কেটপ্লেসে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন পরিষেবায় ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয় প্রবেশাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে একচেটিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার কারণে এই জরিমানা করে।
কমিশনের মতে, মেটা তাদের ‘ফেসবুক মার্কেটপ্লেস’ নামের বিজ্ঞাপন সেবাটিকে এখন শুধু ‘ফেসবুক’-এর অধীনে নিয়ে এসেছে। এতে করে গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে তাদের বাড়তি করে ভাবতে হবে না।
তারা আরো বলেছে, ‘সকল ফেসবুক ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয় অ্যাক্সেস রয়েছে, ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছা স্বত্তেও নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন তাদের সামনে চলে আসে।’
ইউরোপীয় কমিশন আরো অভিযোগ করেছে, মেটার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অন্য যেসব অনলাইনভিত্তিক শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন পরিষেবাদাতা বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের ওপর অন্যায্য বাণিজ্যিক শর্তারোপ করার মাধ্যমে মার্কিন কম্পানিটি নিজেদের প্রভাবশালী অবস্থানের অপব্যবহার করেছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিযোগিতা বিভাগের প্রধান মারগ্রেথ ভেসটাগার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ইইউর একচেটিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত আইনের অধীনে এটি বেআইনি। মেটার এ ধরণের আচরণ অবশ্যই বন্ধ করা দরকার। তবে মেটার দাবি, তারা এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনদাতাদের তথ্য ব্যবহার করে না এবং এমনটি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তারা একটি ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।
মেটা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করবে বলে জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই শর্ত মেনে চলা হবে এবং তাদের উত্থাপিত পয়েন্টগুলোর দ্রুত ও গঠনমূলকভাবে একটি সমাধান উপস্থাপন করা হবে। ইউরোপীয় কমিশন দুই বছর আগে মার্কিন প্রযুক্তি কম্পানি মেটাকে অভিযুক্ত করেছিল।
কমিশন সেসময় বলেছিল, ফেসবুক মার্কেটপ্লেসকে তার শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন সেবার সঙ্গে একত্রিত করে অবৈধভাবে অন্যায্য সুবিধা নিচ্ছে।

# শ্রীলংকায় পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় পেল প্রেসিডেন্ট অনূঢ়ার জোট

**আপনজন ডেস্ক:** দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনে দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকের নির্বাচনী জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) দেশটির নির্বাচন কমিশনের সবশেষ হালানাগাদ ফলাফলে এই চিত্র পাওয়া গেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার শ্রীলংকায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। পার্লামেন্টের আসনসংখ্যা ২২৫। এর মধ্যে ১৯৬ আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি ২৯টি ‘জাতীয়ভিত্তিক আসন’। এগুলো রাজনৈতিক দলগুলো পাবে ১৯৬ আসনে প্রাপ্ত ভোটের হিস্যা অনুযায়ী।
দেশটির নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে থাকা ফলাফলের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬ আসনের মধ্যে বামপন্থী এনপিপি ১৩৭ টিতে জয় পেয়েছে। অর্থাৎ, তারা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তারা প্রায় ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে, এনপিপি জোটের প্রধান প্রতিপক্ষ সমাগি জনা বালাবেগায়া (এসজেবি) ৩৫টি আসনে জয় পেয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে, ২২৫ আসনের পার্লামেন্টে এনপিপির আসনসংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে যেতে পারে।
গত সেপ্টেম্বরে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন অনূঢ়া। কিন্তু তখন পার্লামেন্টে তার নির্বাচনী জোট এনপিপির আসন ছিল মাত্র তিনটি। পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে তিনি আগাম নির্বাচন দেন। এখন তার জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।
গতকাল ভোট দেওয়ার পর অনূঢ়া বলেছিলেন, ‘আমরা একটি শক্তিশালী পার্লামেন্ট গঠনের জন্য জনরায় (ম্যান্ডেট) পাওয়ার আশা করছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে জনগণ আমাদের এই ম্যান্ডেট দেবে।’ অনূঢ়া আরো বলেছিলেন, শ্রীলংকার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে, যার শুরু গত সেপ্টেম্বরে। এই পরিবর্তন অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, পার্লামেন্টে অনূঢ়ার জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন তার হাতকে শক্তিশালী করল। এখন তিনি তার অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নীতি সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারবেন।
২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন দেশটির বিক্ষুব্ধ জনগণ। ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালান।
এর প্রায় দুই বছর পর গত সেপ্টেম্বরে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে জয়ী হন বামপন্থী রাজনীতিক অনূঢ়া। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। ১৪ নভেম্বর আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। শ্রীলংকায় ২০২০ সালের আগস্টে পাঁচ বছর মেয়াদে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। সে হিসাবে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক বছর আগে গতকাল দেশটিতে আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়।

# ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে গাজা, লেবাননে ইসরাইলি বর্বরতা প্রসঙ্গ

**আপনজন ডেস্ক:** সম্প্রতি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আরব লীগ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) জরুরি শীর্ষ বৈঠকে গাজা ও লেবাননে ইসরাইলি গণহত্যা অভিযানের ধ্বংসাত্মক ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। চলতি সপ্তায় গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের ৪০০ দিন অতিবাহিত হল। প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এ আগ্রাসনে। তাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
ইরানের অনুরোধে আয়োজিত এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের ৫৮টি মুসলিম দেশের নেতারা। এতে অংশ নিয়েছেন ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ রেজা আরেফ, ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদসহ আরো অনেক খ্যাতনামা মুসলিম নেতারা। সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান ছিলেন এই সম্মেলনের মেজবান। সম্মেলনের সমাপনী বৈঠকের ইশতেহারে পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাসকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হয়। এ অঞ্চলের ওপর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে মৌলিক ও রেড-লাইন বা লাল সীমানা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসের ইহুদিকরণ ও সেখানে দখলদারিত্বের ইসরাইলি পদক্ষেপও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ওই ইশতেহারে। ওই ইশতেহারে এটাও বলা হয়েছে যে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি দখলদারিত্ব জোরদারের বিষয়ে ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য ও অবৈধ। এ ধরনের সিদ্ধান্ত জাতিসঙ্ঘের নানা ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক আইনেরও পরিপন্থী।
মুসলিম দেশগুলো গাজায় ও লেবাননে ইসরাইলি সহিংস আচরণ জোরদারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একে নৃশংস অপরাধযজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছে। ইসরাইলের পক্ষ থেকে ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এছাড়া হাজার হাজার ফিলিস্তিনির নিখোঁজ হওয়া এবং ইসরাইলি কারাগারগুলোতে ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন ও তাদের সাথে ইসরাইলের অবমাননাকর আচরণেরও নিন্দা জানানো হয়।
আরব ও মুসলিম দেশগুলো এই সম্মেলনে লেবাননের প্রতি পরিপূর্ণ বা সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছে। দেশটির নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও নাগরিকদের কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার কথা ঘোষণা করেছে।
একই ইশতিহার বা বিবৃতিতে গাজা ও লেবাননে যুদ্ধ-বিরতি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার জন্য ইসরাইলকে দায়ী করার পাশাপাশি এ দুই অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাধ্যতামূলক প্রস্তাব পাস করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এই ইশতেহারে ইসরাইলের সহযোগী সরকারগুলোর দ্বিমুখী নীতির নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, ইসরাইলকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করে ও ইসরাইলকে সহায়তা দিয়ে তারা নিজ নিজ পদক্ষেপগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাকে অত্যন্ত দুর্বল করেছে ও মানবীয় মূল্যবোধের ব্যাপারেও তাদের বিশেষ বাছাইকৃত নীতি বা পক্ষপাতমূলক অবস্থানকেও স্পষ্ট করেছে।
সম্মিলিত দায়িত্ববোধ
ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ রেজা আরেফ এই সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যে ফিলিস্তিনি ও লেবাননিদের ওপর ইসরাইলের জাতিগত নির্মূল অভিযান বন্ধে জাতিসঙ্ঘের ও বিশেষ করে জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই ব্যর্থতার জন্য ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সরকারসহ পশ্চিমা কোনো কোনো সরকারের জোরালো সমর্থনকে দায়ী করেছেন।
আরেফ এ বৈঠকে ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞ বন্ধে মুসলিম ও আরব দেশগুলোকে জোরালো ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেয়ার আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক সমাজের কার্যকর হস্তক্ষেপের অভাবে এক্ষেত্রে এই দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন।
ইরানের ইসলামী বিপ্লবের রূপকার ইমাম খোমেনী রহ: বলেছিলেন, মুসলমানরা যদি এক বালতি করে পানি ঢালতো, তাহলে ইসরাইল ভেসে যেতো। তিনি এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিশ্ব-কুদস দিবস প্রবর্তন করেছিলেন। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনীও মুসলমানদের প্রথম কিবলার ইসরাইলের পরিচালিত ও মার্কিন মদদপুষ্ট গণহত্যাসহ নানা অপরাধ বন্ধ করতে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের ও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়ে এসেছেন। মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ না হলে খোদায়ি রহমত, সম্মান ও শত্রুর ওপর বিজয় সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।
ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন ও সহায়তা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এই সম্মেলনে। তিনি গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধ করতে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের ও অবরুদ্ধ এ উপত্যকায় মানবীয় সহায়তা পাঠানো নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান।
লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতিও এই সম্মেলনে বলেছেন, তার দেশ এক নজিরবিহীন সঙ্কটের সম্মুখীন ও দেশটির টিকে থাকা এখন হুমকির মুখে রয়েছে। কারণ ইসরাইল লেবাননের জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে।
তিনি আরো বলেছেন, ইসরাইলি হামলায় এ পর্যন্ত তিন হাজার লেবাননি নিহত ও ১৩ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছেন। শরণার্থী হয়েছেন ১২ লাখেরও বেশি। অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ৮৫০ কোটি ডলার যার মধ্যে রয়েছে এক লাখেরও বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস হওয়া ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর কৃষি খাতের মতো জীবন ধারণের মৌলিক বা প্রধান খাতগুলোর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি।
গণহত্যায় সহযোগিতা
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বলেছেন, ইসরাইল যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা বন্ধের নানা মাধ্যম বা উপকরণ রয়েছে। কিন্তু এসব ব্যবহার না করা হলে তা হবে গণহত্যা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করে যাওয়া।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইসরাইল যদি আগ্রাসন বন্ধের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে আগ্রাসন বন্ধের উপকরণগুলো ব্যবহার করা উচিত।
তিনি ইসরাইলি শাসকগোষ্ঠীকে অবৈধ সরকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই অবৈধ সরকার গড়ে উঠেছে একদল নরঘাতক ও অপরাধীকে নিয়ে।
এই সম্মেলনে ইয়েমেনের প্রতিনিধি ও দেশটির রাজনৈতিক উচ্চ পরিষদের প্রধান মাহদি আলমাশাত্ব ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি সহায়তার পাশাপাশি ইসরাইলের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের ওপর জোর দিয়েছেন।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি ইসরাইলি নৃশংসতা উপেক্ষা করা হয় ও এমন কারো কাছ থেকে এ সঙ্কটের সুরাহার আশা করা হয় যারা ইসরাইলের প্রধান সহযোগী, তাহলে সবার জন্য কঠোর পরিণতি অপেক্ষা করছে।

# ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হচ্ছেন কেনেডি জুনিয়র

**আপনজন ডেস্ক:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে রীতিমতো রেকর্ড গড়ে এক দফা বিরতির পর দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের চাবি বুঝে পাওয়ার আগেই নিজের মন্ত্রী পরিষদ গোছাতে ব্যস্ত মিস্টার ট্রাম্প। তারই ধারবাহিকতায় এবার স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে বেছে নিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জানান নতুন প্রেসিডেন্ট। কেনেডি জুনিয়র এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু একাধিক বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় তার প্রার্থিতা তেমন জনসমর্থন অর্জন করতে পারেনি। নির্বাচনী দৌড় থেকে ছিটকে যান তিনি ও শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ইলন মাস্ক

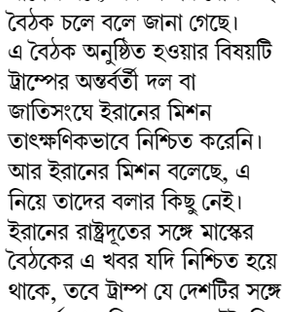

**আপনজন ডেস্ক:** মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা উত্তেজনা নিরসনের চেষ্টায় জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। ইরানের একাধিক অজ্ঞাতনামা সূত্র উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, মাস্ক ও ইরানি রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানির মধ্যকার এ বৈঠক ছিল ‘ইতিবাচক’। গত সোমবার একটি গোপন স্থানে আমির সাঈদ ও ইলন মাস্কের মধ্যে এক ঘণ্টার বেশি ওই বৈঠক চলে বলে জানা গেছে।
এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি ট্রাম্পের অন্তর্বর্তী দল বা জাতিসংঘে ইরানের মিশন তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করেনি। আর ইরানের মিশন বলেছে, এ নিয়ে তাদের বলার কিছু নেই।
ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মাস্কের বৈঠকের এ খবর যদি নিশ্চিত হয়ে থাকে, তবে ট্রাম্প যে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কূটনৈতিক তৎপরতায় জোর দিচ্ছেন ও তেহরানের ব্যাপারে আরো আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করছেন না, এটি তারই আগাম ইঙ্গিত। অথচ ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির অনেক রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল ইরানের বিষয়ে আক্রমণাত্মক মার্কিন নীতিকেই পছন্দ করেন।
ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মাস্কের বৈঠকের এ খবর যদি নিশ্চিত হয়ে থাকে, তবে ট্রাম্প যে দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কূটনৈতিক তৎপরতায় জোর দিচ্ছেন ও তেহরানের ব্যাপারে আরো আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করছেন না, এটি তারই আগাম ইঙ্গিত। অথচ ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির অনেক রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল ইরানের বিষয়ে আক্রমণাত্মক মার্কিন নীতিকেই পছন্দ করে।
বিশ্লেষকদের মতে, বৈঠকের খবর নিশ্চিত হলে তা ট্রাম্প প্রশাসনে টেসলা ও এক্সের মালিক মাস্কের অসাধারণ প্রভাব থাকার বিষয়টিও ফুটিয়ে তুলবে। গত ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে থেকেই ট্রাম্পের সঙ্গে প্রায় সময় মাস্কের উপস্থিত থাকার বিষয় লক্ষ করা গেছে। ট্রাম্প নির্বাচনে জেতার পর এখন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার ফোনালাপেও অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে মাস্ককে।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৮মি.

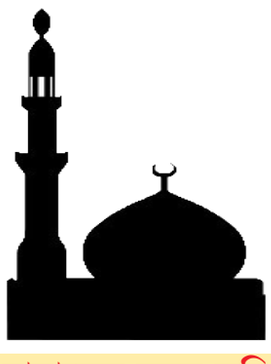

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.২৬ | ৫.৫০ |
| যোহর | ১১.২৬ | |
| আসর | ৩.১৭ | |
| মাগরিব | ৪.৫৮ | |
| এশা | ৬.১০ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৪১ | |

# লেবাননের ইসরায়েলি বিমান হামলায় ১৫ উদ্ধারকর্মী নিহত

**আপনজন ডেস্ক:** লেবাননের পূর্বাঞ্চলীয় শহর বালবেকের সিভিল ডিফেন্স সেন্টারে ইসরায়েলি বিমান হামলায় বেসামরিক উদ্ধারকর্মী নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। বালবেক-হারমেলের গভর্নর বশির খোদর বলেন, ১০ জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদের এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
তিনি জানান, হামলায় বাকি পাঁচজন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সে অবস্থাতেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের পরিচয় নির্ধারণে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।

# পরমাণু কর্মসূচির বিরুদ্ধে যে কোনও প্রস্তাবের জবাব দেওয়া হবে: ইরান

**আপনজন ডেস্ক:** ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান মোহাম্মাদ ইসলামি বলেছেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যে কোনো প্রস্তাবের তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়া হবে ও ইরান কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে না, এটা প্রমাণিত সত্য।
বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) তেহরানে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসির সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি এ কথা বলেন।
মোহাম্মাদ ইসলামি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক পরমাণু অস্ত্র বিস্তাররোধ চুক্তি বা এনপিটি’র কাঠামোরভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এবং ইরানের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা এই বিষয়ে আন্তরিক।
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে ইরানের সহযোগিতাকে গঠনমূলক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দখলদার ইসরাইলের গণহত্যার কারণে বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় রাফায়েল গ্রোসির সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান পরমাণু কর্মসূচির বিরুদ্ধে যে কোনো ধরণের প্রস্তাব পাসের বিষয়ে হুঁশিয়ারি দেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

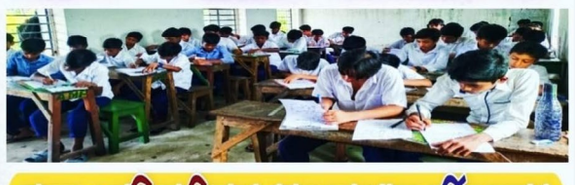

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

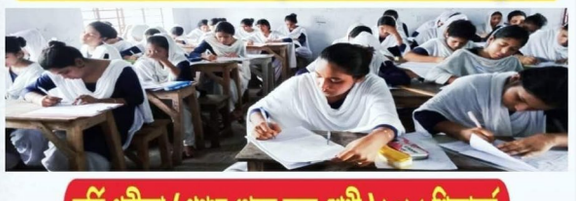

ভর্তি পরীক্ষা ( পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী ) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩০৯ সংখ্যা, ১ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

## ‘আশ্চর্য কী?’

যক্ষবেশী বক অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–‘আশ্চর্য কী?’ যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’ কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা, আয়াত-৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–‘তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।’ মহানবী (স.) এরশাদ করিয়াছেন–‘আদম সন্তান বৃদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে–লোভ ও আশা।’ যাহার ফলে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মনে হয় মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। যদিও প্রতিদিন হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর তাহার কানে আসে; কিন্তু হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর শুনার পরই ভাবে তাহার মৃত্যুর সময় হয়তো এখনো হয় নাই। সে আসলে নানাভাবে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে, মৃত্যু হইতে পালাইতে চাহে; কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, ‘আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।’ (সুরা ওয়াকিআহ :৬০)।

মুশকিল হইল, নির্বোধ ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্যকথা। আমরা দেখিতে পাই চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, খুনখারাবি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায় অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছে, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই শেষ খাবার হইতে পারে; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেন না। পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন–তাহার বংশধরেরা সহস্র-অযুত বছর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল–তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?’ ঋষি উত্তরে বলেন, ‘মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বত্স, মানুষের মনে অমর রহিবে।’ অমর হওয়া যায় কেবল নিজেদের ভালো কাজের মাধ্যমে। আর খারাপ কাজের জন্য কোনো না কোনো সময় মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই হয়। অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই জন্য সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুকান্ত যেমন বলিয়াছেন :‘জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।/ চলে যেতে হবে আমাদের।/ চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল...।’ সুতরাং এই জঞ্জাল দূর করিবার জন্য আমাদের প্রাণপাত করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই জনপদকে বসবাস উপযুক্ত করিয়া যাইতে পারিব না। যেইভাবেই হউক, এই জনপদকে বসবাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। ইহা প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষের ইমানি দায়িত্ব।

# কেমন হবে ট্রাম্পের নতুন মন্ত্রিসভা ও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি?

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফক্স নিউজের হোস্ট ও সাবেক সেনাসদস্য পিট হেগসেথকে মনোনীত করার পরই বর্তমান ও প্রাক্তন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। এক জন কমান্ডার বলেন, ‘এটা একট হাস্যকর সিদ্ধান্ত,’ আরেক জন বলেন, ‘এট রীতিমতো দুঃস্বপ্ন’। স্পষ্টভাবে তারা কোনো পক্ষপাতমূলক মন্তব্য করেননি; বরং তারা এমন কমান্ডার যারা ট্রাম্প ও বহিডেন উভয়ের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন। লিখেছেন **জিম সিওটো**।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফক্স নিউজের হোস্ট ও সাবেক সেনাসদস্য পিট হেগসেথকে মনোনীত করার পরই বর্তমান ও প্রাক্তন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন। এক জন কমান্ডার বলেন, ‘এটা একট হাস্যকর সিদ্ধান্ত,’ আরেক জন বলেন, ‘এট রীতিমতো দুঃস্বপ্ন’। স্পষ্টভাবে তারা কোনো পক্ষপাতমূলক মন্তব্য করেননি; বরং তারা এমন কমান্ডার যারা ট্রাম্প ও বহিডেন উভয়ের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাদের সমালোচনা ব্যক্তিগত নয়, হেগসেথ সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলেননি তারা। তাদের মূল উদ্বেগ হলো ট্রাম্প এই নিয়োগ এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা পদে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করছেন, যাদের লক্ষ্য হচ্ছে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের এবং স্থায়ী পরিবর্তন আনা।

একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আমাকে বলেছিলেন, ‘পেন্টাগন পরিচালনা বা জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত প্রক্রিয়া চালানোর কাজে গুরুতর কোনো অভিজ্ঞতা লাগে না, তবে আমি আশা করছি নতুন নেতৃত্ব হয়তো এমন কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে আটকে আছে। এখানে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটা দেখা যাচ্ছে তাহলো অনুগত্য। এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রয়োজন, তবে অন্ধ আনুগত্য বিপজ্জনক। এ পর্যন্ত যতগুলো ঘোষণা এসেছে, তাতে মনে হচ্ছে আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে চলে যেতে পারি, যেখানে এক জনের সিদ্ধান্ত অসংখ্য হাত নিয়ন্ত্রণ করছে। আর আমি বিশ্বাস করি, এক জন ব্যক্তি ভিন্নমতের সমাবেশ ঘটিয়ে একটা কাজ যত ভালোভাবে করতে পারে, এককভাবে কখনোই তেমন করতে পারবে না।’

২০২৪ সালের নির্বাচন, যেটা আগের নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে। ট্রাম্প বহুবার বলেছেন যে, তিনি ‘আমেরিকা ফার্স্ট এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চান, যার অর্থ হলো ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি সম্পৃক্ততা হ্রাস করতে চান। ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে যে চুক্তিগুলো আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে মনে করেন সেগুলো পুনর্গঠন করা হতে পারে, যা দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইউক্রেনের জন্য নতুন উদ্বেগ জন্য নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিকট ভবিষ্যতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির জন্য কী অর্থ বহন করবে? ট্রাম্পের প্রাক্তন শীর্ষ উপদেষ্টারা আমাকে আমার সাম্প্রতিক বই, ‘দ্য রিটার্ন অব গ্রেট পাওয়ার’-এ বলেছেন, এই প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ট্রাম্প ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বন্ধ করে দিতে পারেন। ট্রাম্পের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হলে খুবই চিন্তিত থাকতাম। কারণ যদি সবকিছু চুক্তির মাধ্যমে হয়, তবে শান্তি আনতে ইউক্রেনের আরো ১০ শতাংশ ভূখণ্ড রাশিয়াকে দিয়ে দিতে তিনি আপত্তি করবেন না।’ তারা বলেছিলেন, তাইওয়ানেরও একই উদ্বেগ থাকা উচিত। বাইডেন একাধিক বার তাইওয়ানকে চীনা আক্রমণ থেকে সামরিকভাবে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা স্বশাসিত দ্বীপটির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের কৌশলগত অনির্দিষ্ট অবহেলার অবসান ঘটায়। কিন্তু ট্রাম্পের প্রাক্তন শীর্ষ উপদেষ্টাদের কেউই বিশ্বাস করেন না যে ট্রাম্প বাইডেনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

একইভাবে মার্কিন প্রতিরক্ষা চুক্তিও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন উপদেষ্টা বলেছেন, ট্রাম্প ন্যাংটো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন (যেমন তারা তার প্রথম মেয়াদে ক্ষণিকের জন্য এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছিলেন) অথবা কংগ্রেস দ্বারা পাশ করা নতুন আইন, যেট এমন একতরফা প্রত্যাহার কঠিন করলেও কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে ট্রাম্প ন্যাটোর আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী অন্যান্য সদস্যদের সামরিকভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি মেনে চলবেন না। ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প বক্তব্য দিয়েছিলেন, ন্যাটোতে যে দেশগুলো কম টাকা দেয়, সে দেশগুলোকে রাশিয়া যাই করুক না কেন, সেসব নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা থাকবে না। নির্বাচনের আগেই বোল্টন আমাকে বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয় ন্যাটে সত্যিকারের বিপদের সম্মুখীন হবে। কারণ ট্রাম্প সুযোগ পেলেই ন্যাটো থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।’ এটা বিশ্বজুড়ে অন্যান্য মার্কিন মিত্র দেশের জন্যও ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যার মধ্যে এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সাথে করা চুক্তিও রয়েছে। প্রথম মেয়াদে, ট্রাম্প কিম জং উনের মন রক্ষা করতে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে বড় ধরনের সামরিক মহড়া স্থগিত করেছিলেন, যেটা সিউল সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। অক্টোবর মাসে, ট্রাম্প কোরীয় উপদ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সামরিক উপস্থিতিকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার লোকসান বলে মন্তব্য করেছিলেন।

**২০২৪ সালের নির্বাচন, যেটা আগের নির্বাচনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকেও প্রভাবিত করতে পারে। ট্রাম্প বহুবার বলেছেন যে, তিনি ‘আমেরিকা ফার্স্ট এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চান, যার অর্থ হলো ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি সম্পৃক্ততা হ্রাস করতে চান। ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে যে চুক্তিগুলো আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে মনে করেন সেগুলো পুনর্গঠন করা হতে পারে, যা দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত।**

**একটি নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা?**

ইউরোপ ও এশিয়ার সামরিক কমান্ডার ও কূটনীতিকরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নিলে সবাইকেই বিপজ্জনক পরিণাম ভোগ করতে হতে পারে। নিরাপত্তার অভাবে এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলো নিজেদের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ মার্কিন প্রতিপক্ষ রাশিয়া ও চীন (উত্তর কোরিয়া এবং যদি ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করে) তাদের নিজস্ব অস্ত্রাগার সম্প্রসারণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। অন্য অঞ্চলের দেশও যেমন-সৌদি আরব, মিশর, ভারতও একই কাজ করতে পারে। এবং এভাবে ট্রাম্প, যিনি প্রায়ই পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতি তার গভীর ও যথেষ্ট শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি নতুন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূচনা করতে পারেন।

**যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা**

দীর্ঘদিন ধরে চলা ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে মার্কিন জনগণের সমর্থন অনেকটাই কমে গেছে। ইউক্রেনে সামরিক সহায়তার খরচ যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা বাজেটের একটি ছোট অংশ হলেও অনেকের কাছে ইউক্রেনকে দেওয়া এ তহবিল চলমান গৃহস্থালি ব্যয় সংকটের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তবে মার্কিন জনগণকে হয়তো বিশ্বব্যাপী একদল নতুন শক্তিশালী স্বৈরশাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমঝোতা করতে হতে পরে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এজন্য মূল্যও দেওয়া লাগবে। জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে, শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের এমন কিছু সুবিধা দেয়, যেগুলো মার্কিন জনগণ আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারে না। যেমন-সার্বভৌম দেশের সীমানা রক্ষা, এশিয়া ও ইউরোপের স্বাধীন জাহাজ চলাচলের পথ, আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বিক্রি, বৈশ্বিক বিমান চলাচল এবং বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ। এগুলো এমন ধরনের সুবিধা, যা অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে। সাবেক জয়েন্ট চিফস চেয়ারম্যান মার্ক মিলি আমাকে বলেন, ‘এই ধরনের ব্যবস্থা আমাদের অনেক বড় বড় যুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছে।’ তিনি বলেন, ‘এটা একমাত্র কারণ না হলেও অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম যে, গত আট দশকে বিশ্বে বড় ধরনের যুদ্ধ হয়নি। যদি এই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে প্রতিরক্ষা বাজেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং পৃথিবী আবার প্রাচীন যুগের মতো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ফিরে যাবে, যেখানে একমাত্র নিয়ম ছিল ‘শক্তিমানরা যা ইচ্ছা তাই করবে, আর দুর্বলরা তাদের কপালে যা আছে তাই ভোগ করবে।’

পূর্বে দ্বিপাক্ষিক নীতিগুলো সব সময় নিখুঁত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইউক্রেনে সম্পূর্ণ সফলতার পথে এখনো পৌঁছাতে পারেনি এবং তারা হয়তো যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইউক্রেনকে কিছুটা ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিল। এটি এত দিন গোপন ছিল, কিন্তু এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা এখন নিজেদের প্রস্তুত করছে এবং ইউরোপের অনেক কূটনীতিক আগে থেকেই এমন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু না হলেও তারা আশা করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রভাব হ্রাস পাবে এবং এর ফলে তাদের বৃহৎ সামরিক ব্যয়ের দিকে।

এশিয়াতেও দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মার্কিন চুক্তি এখন আর চীনের বিরুদ্ধে তেমন শক্ত প্রতিরোধ তৈরি করতে পারবে না। ট্রাম্পের অধীনে সবকিছুই অশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। যদিও তার প্রথম মেয়াদে কিম জং উনের সঙ্গে তিনি আলোচনা ছেড়ে চলে যান যখন কিম তার আশা অনুযায়ী সমঝোতা করতে হননি। কিন্তু এখান দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের কছে সবকিছুই সমঝোতা করে সমাধানের উপযোগী।

আমি যখন আমার বই নিয়ে আলোচনা করি, তখন শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেই যে, আমর’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নিজেদের অনেক শ্রদ্ধা করি। গত আট দশক ধরে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত নীতি ছিল। এটি শুধু আমেরিকান মূল্যবোধের অংশ নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

***লেখক: সিএনএনের প্রধান নিরাপত্তা বিশ্লেষক; সিএনএন থেকে অনুবাদ***

# মাদ্রাসা সম্পর্কে দুটি অভিযোগের সারবত্তা বিচার

**পাভেল আখতার**



অমুসলিমদের মতো মুসলিমদের মধ্যেও কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে যে, ‘প্রগতিশীল’ হওয়ার জন্য ‘ধর্মের বাঁধনমুক্ত’ হওয়া জরুরি! তাদের ধারণা হচ্ছে, দৃশ্যত ধার্মিক মুসলমানরা ‘প্রগতিশীল’ নয়! উল্লেখ্য, ‘প্রগতিশীলতা’-কে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনও মাপকাঠি নেই এবং এ সম্পর্কে সচরাচর যা বলা হয়ে থাকে তা-ও অকাট্য নয়।

‘প্রগতিশীলতা’ সম্পর্কে অধার্মিক, বকধার্মিক এরা একটা মাপকাঠি দিলে ধার্মিকরাও অপর একটা মাপকাঠি দিতে পারে। এবং, সেটা ধার্মিকদের প্রদত্ত বলেই পরিত্যাজ্য হতে পারে না।

একটি তথাকথিত ‘প্রগতিশীল প্রশ্ন’ হচ্ছে : মাদ্রাসার ছাত্রদের সাহিত্যপাঠে অনীহা কেন? সত্যিই অনীহা আছে কি না বা অনীহা থাকলেও কতটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রশ্ন হ’ল এই যে, বিষয়টা কেবল মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কী? ইস্কুলের ছাত্ররা কি এখন গোগ্রাসে সাহিত্য পাঠ করছে? শুধু ইস্কুলই বা বলি কেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বড়’ ছাত্ররাও কি গভীরভাবে সাহিত্যপাঠ করছে? যদি এর উত্তর নাবাচক হয়, তাহলে তাদেরকেও একই বন্ধনীতে না-রাখার কারণ কী? এর উত্তরে অপ্রিয় হলেও সত্য হ’ল, মাদ্রাসা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার প্রতি বিতৃষ্ণা! মনস্তত্ত্বটা আগে বুঝতে হবে। সামগ্রিকভাবে সমাজে সাহিত্যপাঠের গতি যেখানে নিম্নমুখী সেখানে একটি ‘বিশেষ শ্রেণি’র দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কীসের ইঙ্গিত? এরপর হয়তো শোনা যাবে, মাদ্রাসার ছাত্ররা ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি খুব বেশি পড়ে না কেন! ‘পড়ে না’ ধরে নিয়েই যাদের নিদান হাঁকা অভ্যেস তাদের কিছু বলাই অবশ্য বৃথা!

বিদ্যমান বাস্তবতায় মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার শরীর ও আত্মা সম্পর্কে নিদারুণ ‘অজ্ঞতা’র সঙ্গে ওই ‘বিতৃষ্ণা’ যুক্ত হয়ে এই বিমাতৃসুলভ মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে! উপরন্তু, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই একক প্রিয়তর জায়গাটাকেই অভ্রান্ত ভেবে সবকিছুর বিচার করতে বসলে তা শুধু ভ্রান্তিবিলাস ছাড়া আর কিছু রচনা করে না! একজন ব্যক্তিই বিচার করবেন, তবুও তার দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে। তবেই তার কাছ থেকে যথাযথ বিচারিক সিদ্ধান্ত আশা করা যায়।

মাদ্রাসা, বিশেষত খারেজি মাদ্রাসা (যেখানে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়) নিয়ে প্রায়ই নানা অভিযোগ শোনা যায়। সেখানে আধুনিক শিক্ষাদানের অভাব নিয়ে অভিযোগটাই প্রধান। প্রথমেই বলা যাক, অভিযোগ যদি ‘মমত্ববোধ’ থেকে আসে তাহলে ঠিক আছে। কারণ, সেখানে থাকে উত্তরণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, অভিযোগ যদি ‘তাচ্ছিল্য’ থেকে আসে তাহলে তার উত্তর দেওয়াটাই বৃথা। কারণ, তাচ্ছিল্য কেবল বিব্রত বা বিড়ম্বিত করার জন্যেই করা হয়। অন্তত আমার চোখে মাদ্রাসা নিয়ে অভিযোগগুলির মধ্যে তাচ্ছিল্যটাই প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। কেন একথা বলছি? মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষার ঘাটতি পূরণ নয়, অভিযোগকারীদের আসল মনস্তত্ত্বটা হ’ল, ওইসব ধর্মতত্ত্ব পড়াশোনার প্রতিই একধরনের গভীর বিতৃষ্ণা! একথার একটা প্রমাণ হ’ল, মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক যদি তর্কের খাতিরে আধুনিক শিক্ষার প্রস্তাবটা গ্রহণ করে পাল্টা বলে যে, ঠিক আছে, তাহলে আপনারাও ইস্কুলে ধর্মতত্ত্বের পাঠ দিন, তখনই ওদের সেই বিতৃষ্ণা ফুটে বেরোবে! কী, ইস্কুলে ধর্মতত্ত্ব! কেন, মাদ্রাসায় যদি আধুনিক শিক্ষা হতে পারে, তাহলে ইস্কুলে ধর্মতত্ত্ব পড়ানো যাবে না কেন? এভাবেই এদের আসল নিহিত মানসিকতাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে! বস্তুত, ‘বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে’--বহুবার একথা এরা পাঠ করলেও তার মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে! খারেজী মাদ্রাসাগুলিতে আধুনিক শিক্ষাদানের কথিত একপেশে ও অযৌক্তিক দাবির সঙ্গে হালে যোগ হয়েছে উপরিউক্ত অভিযোগটি। অর্থাৎ, সেখানকার ছাত্রদের সাহিত্যপাঠে অনীহা দেখা যায় কেন? এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মাদ্রাসার ছাত্রদের আরবি ও উর্দু সাহিত্য যথেষ্টই পড়তে হয়। হ্যাঁ, বাঙালি হলেও। তাতে দোষ কোথায়? মাদ্রাসায় পড়লে মাদ্রাসার নিয়মতান্ত্রিকতাই তো অনুসরণ করতেই হবে, ইস্কুলের মতো। তাছাড়া, সাহিত্যের ভুবন উন্মুক্ত। ‘ভাষা’ সেখানে অন্তরায় নয়। তাহলে তো সাহিত্যের ভাষান্তরও হ’ত না। সাহিত্যপাঠে ভাষার গোঁড়ামি চলে না। প্রশ্ন হ’ল, সাহিত্য পাঠ করছে কি না। সাহিত্য রচনা ও পাঠের যে মৌলিক উদ্দেশ্য তা যেকোনও ভাষার সাহিত্যপাঠেই পূরণ হতে পারে। বাংলা সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য সেখানে ভিন্ন নয়। তবে হ্যাঁ, বাংলা সাহিত্য না-পড়লে তো সেই সাহিত্যের রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হতেই হয়। কিন্তু, সেক্ষেত্রে মাদ্রাসার বাঙালি ছাত্রদের ‘অনীহা’ দায়ী নয়, দায়ী তাদের সীমাবদ্ধতা কিংবা সময়ের অভাব। মাদ্রাসার বাইরের ছাত্রদের, অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই সীমাবদ্ধতা বা সময়ের অভাব না-থাকলেও সাহিত্যপাঠে তাদের অনীহা নিয়ে কেন প্রশ্ন ওঠে না তা বিস্ময়কর--অন্তত, ওই শ্রেণির অভিযোগকারী ব্যক্তিদের সাপেক্ষে একথা বলা কি খুব অর্থহীন?

পরিশেষে একটি ‘প্রগতিশীল বিস্ময়’-এর কথা বলা যাক। মাদ্রাসা ছাড়িয়ে এটা আবার নিছক ‘মুসলিম’ সম্পর্কিত। বলা হয় : ‘এখন’ প্রচুর মুসলিম ছাত্র-শিক্ষক সাহিত্য পড়ছেন, যা ‘অবিশ্বাস্য’! এখানে প্রশ্ন অন্তত দুটি। এক, ‘এখন’ শব্দটি যদি হাল-আমলকে বোঝায় তবে তার বিপরীত চিত্র-নির্দেশক কালসীমাটি কবে অবধি ধরতে হবে। এবং, এই সমীক্ষাটি কীভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটাও বলা দরকার। দুই, ‘অবিশ্বাস্য’ শব্দটির ব্যবহার কি এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে করা যে, মুসলিম ছাত্র-শিক্ষকরা সাহিত্য পড়বেন এটা ভাবাই যায় না? অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলতে হয়, এই জাতীয় ভাবনাবিলাসে যে বা যারাই মগ্ন থাকুন, সে বা তারা নিতান্তই ‘পাগল’ ; ‘প্রগতিশীল’ হওয়া তো অনেক দূরের কথা! বাস্তবের কোনও ‘জ্ঞান’-ই এদের নেই !

***(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)***

## প্রথম নজর

# বুলডোজারে ধ্বংসের ক্ষতিপূরণের দাবি এসডিপিআই-এর

**আপনজন ডেস্ক:**বুলডোজারের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার স্বস্তিদায়ক রায় ঘোষণার পর, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সম্পত্তি ধ্বংসের বিষয়ে নির্দেশনা জারির সাথে সাথেই বুলডোজার দ্বারা ধ্বংসের শিকারদের ক্ষতিপূরণের দাবি করলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি এম কে ফায়জী।
তিনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেন, সঙ্ঘ পরিবারের হাতে ক্ষমতার রাজদণ্ড আসার পর থেকে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে, এবং তারা যেখানে ক্ষমতায় আছে সেখানে তাদের অপ্রিয় ব্যক্তিদের সম্পত্তি বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা একটি নতুন নিয়ম হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় যে শাসকরা অসহায় নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই শক্তি প্রদর্শনের অবসান ঘটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে চলবেন।
এসডিপিঅআই সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছে যে, যে সরকার ইতিমধ্যেই বেআইনিভাবে বুলডোজার দিয়ে সম্পত্তি ধ্বংস করেছে এমন সরকারকে নির্দেশ জারি করতে যে ক্ষতিগ্রস্থদের পর্যাপ্তভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

# রাখী পরিয়ে শিশু দিবস পালন খণ্ডঘোষে

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**
**আপনজন:** খণ্ডঘোষ ব্লক প্রশাসন এবং খণ্ডঘোষ ব্লক আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে শিশু দিবস উদযাপন করা হয় এক অনন্য উপায়ে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় খণ্ডঘোষ আইসিডিএস কেন্দ্রের শিশুদের থানায় ওসি ও পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখী পরানোর মাধ্যমে।
এরপর, সগড়াই, খণ্ডঘোষ, এবং কৈয়ড় অঞ্চলে মোট ৪টি আইসিডিএস কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। পাশাপাশি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে শিশুদের জন্য আইসিডিএস প্রকল্পের সামগ্রী বিতরণ এবং ৩২টি নতুন টয়লেটের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ এর কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও পঞ্চায়েত সদস্যরা।
ব্লকের শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক লালেশ শর্মা জানান, শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ব্লকের শিশু কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# বারুইপুর মিলন মেলার উদ্বোধনে অধ্যক্ষ বিমান

**চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর**
**আপনজন:** বাঙালি মানেই উৎসব প্রিয়, মেলা প্রিয়। আর শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেল প্রতিবছরের মতো এবছরও মিলন মেলা বারুইপুরে।বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে ১৫ তম বর্ষের মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর বিডিও সৌরভ মাজি,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায় চৌধুরী,ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, মেলা কমিটির আহ্বাহক মোহন সরকার, সঞ্জীব সরকার, চিরঞ্জীব সরকার সহ আরো অনেকে।এই মেলাতে ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প, বস্ত্র শিল্প,চর্ম শিল্প, কুটির শিল্প ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এছাড়া ছোট বড় সকলের আনন্দ উপভোগের জন্য রয়েছে ডিজনিল্যান্ড সহ আরও কিছু।

# বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উদযাপন মুর্শিদাবাদে

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**
**আপনজন:** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যজুড়ে বিরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে শুক্রবার। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উদযাপন করা হলো। এদিন লালবাগ সেমিনার হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঁচ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে বিশেষ কাজের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় এদিন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক রাজর্ষি মিত্র, জেলা পরিষদ সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ দীন নারায়ণ ঘোষ, লালবাগের মহাকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকোলকর রাকেশ মহাদেব, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, জেলা পরিষদ সদস্যগণ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্যরা।

# ট্যাব দুর্নীতিতে যুক্ত না থাকার দাবি স্কুল-মাদ্রাসা ক্লার্ক সমিতির

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল ও মাদ্রাসা ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন মালদা শাখার সদস্যরা সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মালদা পেস কর্নারে। ট্যাব কেলেঙ্কারির খবর সামনে আসতেই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল ও মাদ্রাসা ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন মালদা শাখার সদস্যরা সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করলেন 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে জালিয়াতিতে যুক্ত নয় তারা। তারা মনে করেন এই পোর্টাল হ্যাক করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর যখন এই অ্যাপ চালু করে তার কিছুদিন পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পুনরায় নতুন করে নতুন আই পি নম্বর ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়। সেই নিয়ম মেনেই তরুনের প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত কাজ করেন। এই সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে তারা দাবি করে ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা শিক্ষা পোর্টালে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারের লাস্ট আপডেট এবং আইপি অ্যাড্রেস চেক করা হোক।
ব্যাংক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারির নাম, আইএফসি কোড এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার মিলিয়ে তবেই টাকা ছাড়া হয় যেটা আমরা কন্যাশ্রী এবং শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখেছি কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থাৎ ১০০০০ টাকা করে দিতে তা করা হয়নি বলে আমাদের মনে করা হচ্ছে এতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কিছু দায়ী থেকে যায়। এখানে স্কুল এবং মাদ্রাসার করণিকরা জড়িত নয় অথচ তাদের জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সম্মানহানী করা হচ্ছে। তবে তদন্তের ক্ষেত্রে যদি আমাদের তলক করা হয় আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব।
আমরা চাই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক আমরা ডিআইকে সেটা লিখিত আকারে জানিয়েছি।

# বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল বাতিলের প্রতিবাদে অবরোধ ও বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর**

**আপনজন:** লোকাল ট্রেন অনিয়ত চলাচল করার অভিযোগ তুলে রেল এবং সড়ক পথ অবরোধ করলেন রেল যাত্রীরা। আর তাকে কেন্দ্র করেই শুক্রবার সকালে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হলো অশোকনগর এলাকায়। পুলিশের লাঠিচার্জ এবং অবরোধকারীদের পাল্টা পাথর বৃষ্টির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই রেল শাখার নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই বনগাঁ-মাঝেরহাট লোকাল মাঝেমধ্যেই হয় বাতিল করে হচ্ছে, অথবা যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। শুক্রবার একই কাণ্ড ঘটে। এদিন মাজেরহাট লোকাল কে বারাসত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদে এদিন বনগাঁ থেকে সকালে ছেড়ে যাওয়া ৭:২৫ মিনিটের মাঝেরহাট লোকাল অশোকনগর স্টেশনে পৌঁছাতেই সেই ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রেল লাইনে বসে পড়েন রেলযাত্রীরা। পাশাপাশি, অশোকনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন ৩ নম্বর রেলগেটে যশোর রোডের উপরেও অবরোধ শুরু হয়। এর ফলে রেল এবং সড়কপথে ট্রেন ও গাড়ি জাতার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সকাল সাড়ে আটটা থেকে এই অবরোধ শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় বনগাঁ জিআরপি এবং অশোকনগর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু অবরোধকারীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকায় অবরোধ চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে এক সময় পুলিশ অবরোধকারীদের জোর করে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর তখনই অবরোধকারীদের সঙ্গে শুরু হয় খন্ডযুদ্ধ। একদিকে পুলিশের লাঠিচার্জ, অন্যদিকে অবরোধকারীদের পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনায় রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয় অশোকনগর স্টেশন এলাকা। ওই সময় পুলিশ বেশ কয়েকজন অবরোধকারীকে আটক করে নিয়ে যায়।
অন্যদিকে পুলিশের দাবি, পাথরের আঘাতে দুই পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। এদিন অবরোধকারীদের মূলত দাবি ছিল, অশোকনগর থেকে আটটা দশের মাঝেরহাট লোকাল কেন বারাসত লোকাল করা হলো। তাঁরা এও বলেন, ৭:৫৩ মিনিটের লেডিস স্পেশালে উঠলে তাদের আড়াইশো টাকা করে ফাইন দিতে হয়। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

# ডাকঘর থেকে পাঠানো টাকা গ্রাহকের কাছে পৌঁছল না পাঁচ বছরেও

**সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** স্বামী তার স্ত্রীকে টাকা পাঠান পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কিন্তু কি বিচিত্র পাঁচ বছর আগে টাকা পাঠিয়েও এখনো পর্যন্ত টাকা পৌঁছাল না। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে।তাও আবার সরকারি দপ্তরের এমন কাণ্ড কারখানায় ক্ষুব্ধ বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের আড়ালি গ্রামের বাসিন্দা আফরোজ হোসেন ওরফে 'বাবু'। জানা যায় যে, তিনি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালের ৫ই জুলাই রাজনগর সাব-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে দুই হাজার টাকা পুরুলিয়ায় তার শশুর বাড়িতে স্ত্রীর নামে পাঠিয়েছেন।
আফরোজ হোসেন জানান তার স্ত্রী যখন তার শ্বশুরবাড়ি পুরুলিয়ায় যান, তখন তিনি মাঝেমধ্যেই টাকা পাঠান এবং প্রতিবারই দুই-একদিনের মধ্যেই তার স্ত্রী সেই টাকা হাতে পেয়ে যান। কিন্তু সেবার টাকা পাঠানোর বেশ কয়েকদিন পরেও তার স্ত্রী তাকে ফোন করে জানান যে তিনি টাকা পাননি।
এরপর আফরোজ হোসেন রাজনগর সাবপোস্ট অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানান। পাশাপাশি জেলা সদর সিউড়ি পোস্ট অফিসের সুপারকে বিষয়টি জানালে, তিনি আবার পুরুলিয়া জেলা পোস্ট অফিসের সুপারকে বিষয়টি জানান। কিন্তু এতেও কোন সুরাহা মেলেনি।
রাজনগর সাব-পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার সাইদুল হক জানান আফরোজ হোসেন এখানে এসে আমাদের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছেন ঠিক। কিন্তু টেকনিক্যাল কোন কারণে হয়তো সেটা পৌঁছায়নি। টাকা না পৌঁছালেও টাকা ফেরত আসবে এমনটাই জানালেন রাজনগর পোস্টমাস্টার।
কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে,পাঁচ বছর ধরে আফরোজ হোসেনের টাকা কি কারণে মাঝ রাস্তায় আটকে আছে?
পাঁচ বছরের মধ্যেও সে টাকা আফরোজ হোসেনের কাছে কেন ফেরত এলোনা ?
সাধারণ মানুষের কষ্টের টাকা সরকারী দপ্তরের দায়িত্বহীনতার কারনে এভাবে গায়েব হয়ে যাবে ? পাঁচ বছর ধরে নেই কোনো সুরাহা ? এরূপ নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমানসে।
দপ্তরের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতায় সাধারণ মানুষ কেন হয়রানির শিকার হবেন? স্থানীয় জনগণের এখন এটাই বক্তব্য।

# বড়এঞ্চায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবক

**সাবের আলি ● সালার**
**আপনজন:** মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত সালিন্দা গ্রামে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল যুবক। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী যুবকের নাম সর্বজিত সাহা। বয়স আনুমানিক ২০ বছর।
ওইদিন বিকেলের পর থেকে সর্বজিত সাহা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
দীর্ঘক্ষণ পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজির পর দেখেন বাড়ির ঘরের মধ্যে গামছা গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। এরপরেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সালার থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে।
পরিবারের সূত্রে জানা গেছে ওই যুবক প্রতিদিনের মতোই খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে শুতে যায়। সকালবেলায় না উঠলে মৃতার মা উঠাতে গিয়ে দেখে ছেলে গলায় গামছা লাগিয়ে ঝুলছে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা এসে সালাট থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

# শুরু হল জামাআতের আরকান ইজেতেমা

**লিয়াকত হোসেন ● হায়দরাবাদ**
**আপনজন**জামাআতে ইসলামি হিন্দের তিন দিন ব্যপী"অল ইন্ডিয়া আরকান ইজতেমা" ( সর্ব্বভারতীয় সদস্য সম্মেলন) শুরু হল হায়দরাবাদের ওয়াদিয়ে হুদার পাহাড়ি শরীফ রোডে, শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে। শুরু হয় কেন্দ্রীয় সম্পাদক, মওলানা মহিউদ্দিন গাজীর দারসে কোরআন দিয়ে (কুরআন পাঠ তার ব্যাখ্যা দিয়ে)! উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন নাজিমে ইজতেমাআব্দুল জব্বার সিদ্দিকি। আমীরে জামাআত সাদাতুল্লাহ হোসাইনি কর্মীদের উদ্দশ্যে তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে জুলুম নিষ্পেষণ। ফিলিস্তিনের ওপর যে জুলুম, অত্যাচার চলছে তা হালাকু খানের অত্যাচারকে ম্লান করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন আমাদের দেশেও বে-ইনসাফী, জুলুম চলছে। এক শ্রেণীর মানুষ সেই জুলুমের শিকার, আর এক শ্রেণী তারা নীরব থাকে, আর এক শ্রেণী জুলুমকে উৎসাহ দেয়। জামাআতে ইসলামি হিন্দ এই মীকাতে জুলুমকে প্রতিহত করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাবে। তিনি ফিলিস্তিনের শহীদদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নারী পুরুষ মিলিয়ে ১৫ হাজার জামায়াত সদস্য সম্মেলন উপস্থিত হয়েছেন।

# প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকবে সুন্দরবন প্রবেশ

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং**

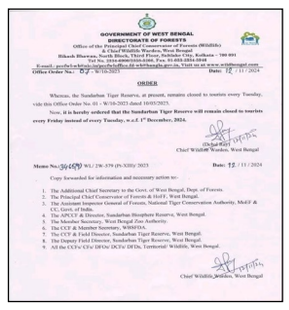

**আপনজন:** সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকবে সুন্দরবন। বৃহস্পতিবার বনদপ্তরের নির্দেশ নামায় এমনটি জানানো হয়েছে। এতদিন মঙ্গলবার বন্ধ থাকতো সুন্দরবন। সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবেই মঙ্গলবার সমস্ত সুন্দরবনকে বন্ধ রাখা হতো। এই দিন কোন পর্যটকদেরকে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হতো না।পর্যটক থেকে শুরু করে বহিরাগত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না মঙ্গলবার করে। এবার সেটি শুক্রবার করা হলো। সারা বছরে প্রতি শুক্রবারই বন্ধ থাকবে সুন্দরবন। গতবছর থেকে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল ব্যাঘ্র প্রকল্পে তরফ থেকে। এবার তা পরিবর্তন করা হলো
সমগ্র দেশের সমস্ত জঙ্গল সপ্তাহে একদিন করে ছুটি থাকে। সেই হিসেবেই গত বছর থেকে মঙ্গলবার কে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই নির্দেশের বদল ঘটলো। সমস্ত ট্যুর অপারেটরদের কে সরকারি এই নির্দেশের কথা জানানো হয়েছে। পয়লা ২০২৪ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকারী করা হবে। মূলত জঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত গাইড এবং অন্যান্য কর্মীদেরকে সপ্তাহে একদিন ছুটি দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বনদপ্তরের তরফ থেকে।

# নাম বিভ্রাটে ট্যাবের টাকা অন্যের একাউন্টে

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** শিএক স্কুল পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা চলে গেল একই নামে একই স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়ার একাউন্টে। ঘটনাটি বীরভূমের কীর্ণাহার তারাপদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের। দুজন ছাত্রীর নাম চৈতালি হাজরা, আর সে কারণেই নাম বিভ্রাটের কারণেই স্কুল পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গেল একই স্কুলের অন্য পড়ুয়ার একাউন্টে। কীর্ণাহার তারাপদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী চৈতালি হাজরার ট্যাবের টাকা প্রাক্তন ওই স্কুলের ছাত্রী চৈতালি হাজরার একাউন্টে চলে যায়। অভিযোগ, দুই ছাত্রীর কাছে থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট নেই। তারপর, প্রশাসনের ও স্কুল কর্তৃপক্ষর গাফিলতির কারণে ট্যাবের টাকা পাঠানো হয় প্রাক্তন ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে। তারপর, দশম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়ার একাউন্টে ট্যাবের টাকা না ঢোকার কারণে স্কুলের সাথে যোগাযোগ করে দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তারপর, স্কুল কর্তৃপক্ষ ভুল বুঝতে পেরে প্রাক্তন ছাত্রী কে ডেকে ফেরত টাকা দেওয়ার জন্য বলা হয়। তারপর, দশম শ্রেণীর ছাত্রী কীর্ণাহার থানায় অভিযোগ করেন। তারপর, প্রাক্তন ছাত্রী ও তার পরিবারকে ডেকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে গত কাল পুলিশের হাতে তুলে দেন। তারপর পুলিশ খুলে দেন ওই দশম শ্রেণির ছাত্রীর হাতে টাকা তুলে দেন বলে জানা যায়।

# সমবায় সপ্তাহে মন্ত্রী পুলক রায়

**সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া**

**আপনজন:** চলতি মাসের ১৪ তারিখ থেকে ৭১'তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। চলতি বছরের সমবায় সপ্তাহের থিম "সমবায় উদ্ভাবন,নতুন প্রযুক্তি ও সুশাসন"। শুক্রবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রাঙ্গনে "সমবায় সপ্তাহ" উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়।সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মইনুল হাসান,হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সিইও সৌনক ব্যানার্জি,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,সমাজসেবী দেবাশিস ব্যানার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# এডুকেশন রিসার্চ-এর ১৫ বছর পূর্তি

**বিশেষ প্রতিবেদক ● সামশেরগঞ্জ**
**আপনজন:** শিশু দিবস এবং দ্য মেরিটোরিয়াস এডুকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানে এক মনোমুগ্ধকর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই আয়োজনটি ছিল সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল লাইট শো, স্যান্ড লাইট ও স্যাডো লাইট পারফরম্যান্স, কবিতা আবৃত্তি, কুইজ, সংগীত, মুখাভিনয় এবং নাটক। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক এবং এলাকাবাসীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও সাফল্যকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা ও দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

# শিশু দিবসে শিশুদের পাশে 'মানবতা'

**নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক**
**আপনজন:** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতার উদ্যোগে রাজ্যের একাধিক স্থানে সাড়ম্বরে শিশু দিবস পালিত হল রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। মানবতা-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, হুগলি জেলার খানাকুল ব্লকের পোল-১ পঞ্চায়েতের হাটতলাতে শিশু দিবস উপলক্ষে মানবতার পক্ষ থেকে প্রায় দুইশত শিশুর হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া ও মিষ্টিমুখ করানো। পোশাক বিতরণে ছিলেন, মানবতা'র সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা, মানবতার অন্যতম পরিচালক সোহেল জাভেদ, পোল-১ পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা খাতুন, খায়রুল হাসান, আরেফুল ইসলাম প্রমুখ। মানবতা ও আশার আলো হ্যান্ডিক্যাপড সোসাইটি'র যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের মাড়তলা গ্রামে দুইশত শিশুকে নতুন বস্ত্র ও টিফিন প্রদান করেন আশার আলো হ্যান্ডিক্যাপড সোসাইটির সম্পাদক অমিত পাল, বিলু পাত্র, প্রতাপ মান্না সহ সংস্থার অন্যান্যরা। এছাড়াও মানবতা যৌথ উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার পূর্বভাতভাঙ্গা গ্রামে, মালদা জেলার রতুয়া-২ ব্লকের মাননুমোড়ে শিশু দিবসে শিশুদের বস্ত্র উপহার দেয়।

# ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস হাটখোলায়

**তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর**
**আপনজন:** তৃণমূলের জেলা পরিষদের কৃষি,সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলামের উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কুশিদা হাটখোলা এলাকায় কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হল। হাটখোলা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক থেকে শুরু করে কুশিদা জামে মসজিদ পর্যন্ত ১১০ মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করা হবে বলে জানান রবিউল। রবিউল বলেন, গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় এলাকার মানুষ এই কাচা রাস্তাটি পাকার দাবি করেছিলেন। কথা দিয়েছিলাম। কথা রাখলাম।

# মেসির আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমকে দিল প্যারাগুয়ে

**আপনজন ডেস্ক:** বিরতির সময়ের দৃশ্য। মাঠে ব্রাজিলিয়ান রেফারি অ্যান্ডারসন দারোস্কোর প্রতি আঙুল উঁচিয়ে কিছু একটা বললেন লিওনেল মেসি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, রেফারির কোনো একটি সিদ্ধান্ত ভালো লাগেনি। কথা বলতে গিয়ে মেজাজ হারিয়েছেন। এমন মেসিকে যেমন খুব কম দেখা যায়, তেমনি আর্জেন্টিনার হারও। আসুনসিওনের দেল চাকো স্টেডিয়ামে আজ সেই কাণ্ডই ঘটিয়েছে প্যারাগুয়ে।

১১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের বাঁ পায়ের ফিনিশিংয়ে আর্জেন্টিনাই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। কিন্তু মাত্র ৮ মিনিটের জন্য। পরের মুহূর্তটি ম্যাজিক! আন্তোনিও সানাব্রিয়ার চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে করা গোলে সমতায় ফেরে প্যারাগুয়ে। স্বাগতিকদের এই স্বস্তিকে আনন্দে রূপ দেন ওমর আলদেরেতে। ৪৭ মিনিটে তাঁর হেডে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। লিওনেল মেসি পুরো সময় মাঠে থাকার পরও আর্জেন্টিনা আর পারেনি। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিওনেল স্কালোনির দল।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি সংস্করণে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারাল প্যারাগুয়ে। গত সেপ্টেম্বরে এই দেল চাকো স্টেডিয়ামেই তাদের কাছে হেরেছে ব্রাজিল। ২০১০ বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল প্যারাগুয়ে।

পিছিয়ে পড়ে ৬৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছে আর্জেন্টিনা। বাঁ প্রান্ত থেকে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লার পাস পান রদ্রিগো দি পল। ডান প্রান্ত দিয়ে ফাঁকা পেয়ে ছুটে বল নিয়ে বক্সেও ঢুকে পড়েন। কিন্তু প্যারাগুয়ে গোলকিপার গাতিতো ফার্নান্দেজকে একা পেয়েও বল মারেন পোস্টের ওপর দিয়ে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে মেসির ক্রস থেকে ভ্যালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের হেড একটুর জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। পিছিয়ে পড়ে এমন আরও কিছু সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মেসিকেও দেখা যায়নি তাঁর চেনা রূপে।

তবে শুরুটা দারুণ করেছিলেন মার্তিনেজ। এনজো ফার্নান্দেজের থ্রু পাস পেয়ে বাঁ প্রান্তে অফ সাইড ফাঁদ কেটে ঢুকে পড়েন বক্সে। বাঁ পায়ের শটে গোল করতে অসুবিধা হয়নি ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারের। আর্জেন্টিনার হয়ে এ নিয়ে ৬৯ ম্যাচে ৩১ গোল করলেন মার্তিনেজ।

কিন্তু ১৯ মিনিটের মাথায় সানাব্রিয়ার ম্যাজিক জাগিয়ে তোলে দেল চাকো স্টেডিয়ামের দর্শকদের। ডান প্রান্ত থেকে গুস্তাভো ভেলেজকুয়েজের ক্রস বক্সে আড়াআড়িভাবে পেয়ে যান তুরিনো ফরোয়ার্ড। তাঁর বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি দর্শকেরা মনে রাখবেন বহুদিন।

বিরতির পর ৪৭ মিনিটে ডিয়েগো গোমেজের ফ্রি-কিক থেকে হেডে গোল করেন আলদেরেতে। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোল হজম করেও জিতল প্যারাগুয়ে। ২০০৭ সালে প্রথম দল হিসেবে এভাবে জিতেছিল কলম্বিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলম্বিয়া। ভেনেজুয়েলার মাঠে ১-১ গোলে ড্র করা ব্রাজিল ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ইকুয়েডর। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে দলটি। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে ছয়ে প্যারাগুয়ে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে-অফ। আগামী বুধবার সকালে বাছাইপর্বে এ বছর নিজেদের শেষ ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

# পাকিস্তানে না হলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে পারে ভারতে!

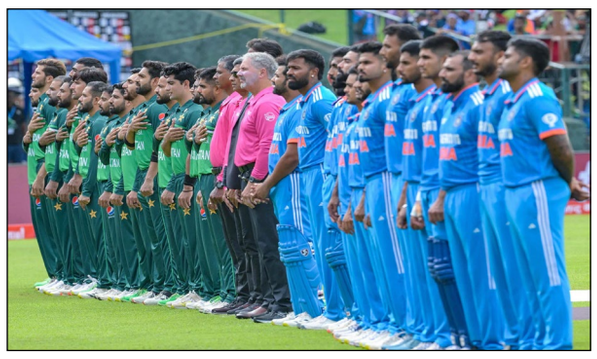

**আপনজন ডেস্ক:** চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে চলছে তামাশা। ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবে না, পাকিস্তানও ভারতের চাওয়া মতো 'হাইব্রিড মডেলে' টুর্নামেন্ট করতে রাজি নয়। শুধু তাই নয়, ভারত পাকিস্তানে না গেলে ভারতকে বর্জনও করতে পারে পাকিস্তান– এমন খবরও শোনা গেছে। এসব অনিশ্চয়তার মধ্যেই এল নতুন খবর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টস তাক জানিয়েছে, ভারতও নাকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করতে পারে। পাকিস্তানে ভারত ২০০৮ সালের পর থেকেই কোনো সফরে যায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ টেস্ট খেলুড়ে প্রায় সব দল নির্বিঘ্নে পাকিস্তানে গিয়ে খেলেছে। তাই ভারতের এমন সিদ্ধান্তে এবার পাকিস্তান সরকারও কঠোর হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পিসিবিও ভারতের বিপক্ষে কোনো ধরনের ম্যাচ না খেলা ও ভবিষ্যতে ভারতে দল না পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

২০২৫ থেকে ২০৩১–এই সাত বছরে ভারতে আইসিসির চারটি বড় ইভেন্ট হওয়ার কথা। এই চারটি ইভেন্টে পাকিস্তান দল না পাঠালে নতুন জটিল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা অবশ্য পরের বিষয়। আপাতত এ হুমকির কারণেই নাকি পাকিস্তান থেকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সরে যেতে পারে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের জন্য সম্ভাব্য আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার নামও শোনা গেছে এর মধ্যে। তবে এসএটি-টোয়েন্টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক সূচির কারণে সেটা হচ্ছে না। সে কারণে এখন আয়োজক হিসেবে ভারতের নাম আসছে, জানিয়েছে স্পোর্টস তাক। গত ২৯ বছরে এটি পাকিস্তানে প্রথম কোনো আইসিসি টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। পাকিস্তানে সর্বশেষে আইসিসি টুর্নামেন্ট হয়েছিল সেই ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক ছিল পাকিস্তান। এবারের টুর্নামেন্ট নিয়ে তাই পাকিস্তান বেশ রোমাঞ্চিত ছিল। স্টেডিয়ামগুলোয় এখনো চলছে সংস্কারকাজ। তবে টুর্নামেন্ট যতই এগিয়ে আসছে, পাকিস্তানে খেলা হওয়া শঙ্কা ততই বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে টুর্নামেন্ট না হলে ৫৪৮ কোটি ৬১ লাখ রুপি ক্ষতি হবে পাকিস্তানের। এখন পর্যন্ত সূচি অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ খেলা হবে।গত এশিয়া কাপেও পাকিস্তানে দলে পাঠায়নি ভারত। সেবার অন্য ম্যাচ পাকিস্তানে হলেও ভারতের ম্যাচগুলো হয় শ্রীলঙ্কায়। তবে এরপর পাকিস্তান ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে গেছে। হয়তো তাই এবার পাকিস্তান আশা করেছিল, ভারতও পাকিস্তানে আসবে। তবে ভারত হাইব্রিড মডেলেই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে চায়।

# ভিনিসিয়ুস: রিয়ালের জার্সিতে 'হিরো', ব্রাজিলে 'জিরো'

**আপনজন ডেস্ক:** জার্সি বদলাতেই কি একজন ফুটবলার আমূল বদলে যেতে পারেন? ইতিহাসে এমন অনেক ফুটবলার পাওয়া যাবে, যাঁরা ক্লাবের জার্সিতে ভালো খেলেন তো জাতীয় দলের জার্সিতে ফ্লপ। আবার উল্টো উদাহরণও পাওয়া যাবে ঢের। লিওনেল মেসির কথাই ধরা যাক, ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা জেতার আগ পর্যন্ত 'জাতীয় দলে ফ্লপ' হিসেবে দেখা হতো মেসিকে। টানা ব্যর্থতার কারণেই ক্যারিয়ারের লম্বা সময় এই বোঝা টানতে হয়েছিল আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। তবে গত চার বছরের পারফরম্যান্সে সেইসব নেতিবাচক তকমা ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলেছেন মেসি। এই লেখা অবশ্য মেসিকে নিয়ে নয়, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিয়ে। যার পারফরম্যান্স অনেকটা ২০২১-পূর্ব মেসির কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ক্লাবের জার্সিতে দুর্দান্ত ভিনি জাতীয় দলে যোগ দিতেই নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হন। অভিষেকের পর থেকেই এমন বিপরীতমুখী যাত্রার ধারা অব্যাহত রেখেছেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। সর্বশেষ এই চিত্র দেখা গেছে আজ ভোরে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ব্রাজিলের ১-১ গোলে ড্র করা ম্যাচেও। অবিশ্বাস্য ফর্ম নিয়ে জাতীয় দলে এসে ভিনি দেখালেন সেই একই 'ফ্লপ শো'। গত তিন সপ্তাহ ধরেই অবশ্য রোলার কোস্টার একসময় পার করছেন ভিনিসিয়ুস। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অল্পের জন্য ব্যালন ডি'অরের মুকুট হাত ছাড়া করেন স্পেনের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রদ্রির কাছে। তা-ও মাত্র ৪১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকায়। এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার রেশ এখনো চলছে। এর মধ্যেই গত সপ্তাহে লা লিগায় রিয়ালের জার্সিতে হ্যাটট্রিক করেছেন ওসাসুনার বিপক্ষে। আর হ্যাটট্রিকের সেই সুখস্মৃতি নিয়েই যোগ দেন জাতীয় দলে।

কিন্তু ব্রাজিলের হলুদ জার্সি গায়ে তুলতেই আমূল বদলে গেলেন ভিনি। সেই ড. জেকিল আর মিস্টার হাইডের গল্পের মতো। আগ্রাসী আর বিধ্বংসী রূপ হারিয়ে ভিনি হয়ে গেছেন অচেনা একজন। আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার পথে যে খেলোয়াড়টি চোখধাঁধানো দুটি গোল করেছেন, সেই মানুষটিই আজ ব্রাজিল-ভেনেজুয়েলা ম্যাচের ৬৩ মিনিটে দৃষ্টিকটুভাবে পেনাল্টি মিস করেছেন। এমনকি ফিরতি বলে দ্বিতীয়বার সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। মাঠের খেলায় না হয় নানা ধরনের কৌশল ও সমন্বয়ের ব্যাপার থাকে, কিন্তু পেনাল্টি তো ওয়ান টু ওয়ানের লড়াই। সেখানে কীভাবে এমন আমূল বদলে গেলেন ভিনি! ভিনির পেনাল্টি মিসের পরিসংখ্যানও বলছে রিয়াল-ব্রাজিল জার্সির পার্থক্যের কথা। রিয়ালের হয়ে এখন পর্যন্ত ৬টি পেনাল্টি নিয়ে একটিও মিস করেননি ভিনি। অর্থাৎ ৬ পেনাল্টির সবগুলো থেকেই আদায় করে নিয়েছেন গোল। বিপরীতে ব্রাজিলের দুটি পেনাল্টি নিয়ে মিস করেছেন একটি। রিয়ালের হয়ে ভিনির শতভাগ পারফরম্যান্স, রিয়ালের জার্সিতে পঞ্চাশ!

এ ছাড়া গোলের পরিসংখ্যানও ব্রাজিলের জার্সিতে সাদামাটা এক ভিনিসিয়ুসকে সামনে নিয়ে আসে। ২০১৯ সালে ব্রাজিলের হয়ে অভিষেকের পর ৩৫ ম্যাচে ভিনিসিয়ুস গোল করেছেন মাত্র ৫টি। সেই একই ব্যক্তি শুধু চলতি মৌসুমেই রিয়ালের হয়ে ১৭ ম্যাচে করেছেন ১২ গোল, সঙ্গে আছে ৭টি অ্যাসিস্টও। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে ব্রাজিল ও রিয়ালের ভিনি মোটেই এক ব্যক্তি নন!

# রঞ্জি ট্রফিতে বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও সাফল্য, অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য তৈরি শামি

**আপনজন ডেস্ক:** অস্ট্রেলিয়া সফরে রওনা হওয়ার জন্য সবদিক থেকেই তৈরি বাংলা ও ভারতীয় দলের তারকা পেসার মহম্মদ শামি। বাংলার হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে খেলতে নেমে ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার পাশাপাশি বোলিং-ব্যাটিংয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখালেন শামি। ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইনিংসে ১৯ ওভার বোলিং করে ৪ মেডেন-সহ ৫৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন এই পেসার। এর আগে বাংলার প্রথম ইনিংসে মাত্র ২ রান করেই আউট হয়ে যান শামি। তবে তিনি বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো ব্যাটিং করেন। ১০ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে ৩৬ বলে ৩৭ রান করেন শামি। তিনি দু'টি করে বাউন্ডারি, ওভার-বাউন্ডারি মারেন। এই পারফরম্যান্সের পর শামির জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই।

বাংলা-মধ্যপ্রদেশ ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গায় আছে ম্যাচ। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে মধ্যপ্রদেশের স্কোর ৩ উইকেটে ১৫০। শনিবার ম্যাচের চতুর্থ তথা শেষ দিন জয়ের জন্য মধ্যপ্রদেশের দরকার ১৮৮ রান। দিনের শেষে ক্রিজে রজত পতিদার (৩২) ও শুভম শর্মা (১৮)। দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত এক উইকেট নিয়েছেন শামি। তিনি অনুভব আগরওয়ালকে এলবিডব্লু করে দিয়েছেন। শনিবার ম্যাচ জেতার জন্য শামির দিকে তাকিয়ে বাংলা। এই পেসার চতুর্থ দিন প্রথম সেশনে একাধিক উইকেট নিতে পারলে জয়ের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলা।

শামির ছোটবেলার কোচ মহম্মদ বদরুদ্দিন জানিয়েছেন, অ্যাডিলেডে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের পর জাতীয় দলে যোগ দেবেন এই পেসার। ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ৩ ম্যাচে খেলতে পারেন শামি।

# আইপিএল নিলামে সুযোগ পাবেন ৫৭৪ জন ভারতীয় ক্রিকেটার, তৈরি বিসিসিআই

**আপনজন ডেস্ক:** এবার আইপিএল-এর মেগা নিলামে থাকছেন মোট ৫৭৪ জন ক্রিকেটার। তাঁদের মধ্যে ৩৬৬ জন ক্রিকেটার ভারতীয় এবং ২০৮ জন ক্রিকেটার বিদেশি।

আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্য দেশগুলি থেকে তিনজন ক্রিকেটার আছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা ৪৮ জন ভারতীয় ক্রিকেটার নিলামে থাকছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা ১৯৩ জন বিদেশি ক্রিকেটার আইপিএল নিলামে থাকছেন। জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ না পাওয়া ৩১৮ জন ভারতীয় ক্রিকেটার নিলামে থাকছেন। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ না পাওয়া ১২ জন বিদেশি ক্রিকেটারও আইপিএল নিলামে থাকছেন। ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে ২০৪ জনকে বেছে নেবে।

বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইপিএল নিলামে দুই সেটে থাকবেন মার্কি ক্রিকেটাররা। প্রথম সেটে থাকছেন জস বাটলার, শ্রেয়াস আইয়ার, ঋষভ পন্থ, কাগিসো রাবাডা, আর্শদীপ সিং ও ও মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় সেটে থাকছেন যুজবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, কে এল রাহুল, মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজ। বেশিরভাগ মার্কি ক্রিকেটারেরই বেস প্রাইস ২ কোটি টাকা। কয়েকজনের বেস প্রাইস দেড় কোটি টাকা। আইপিএল নিলামে অলরাউন্ডারদের সেটে থাকছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, হর্ষল প্যাটেল, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোইনিসরা। ব্যাটারদের সেটে থাকছেন হ্যারি ব্রুক, ডেভন কনওয়ে, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, রাহুল ত্রিপাঠি, এইডেন মার্করাম, ডেভিড ওয়ার্নাররা।

উইমেনস প্রিমিয়ার লিগের নিলাম পরিচালনা করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন মল্লিকা সাগর। তিনিই এবার আইপিএল নিলাম পরিচালনা করবেন। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর একটায় সৌদি আরবের জেড্ডায় শুরু হবে আইপিএল নিলাম।

# পুরসায় ফুটবল খেলায় জয়ী বর্ধমান লোকো কোচিং সেন্টার

**আজিজুর রহমান● গলসি**

**আপনজন:** পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের আয়োজিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হল শুক্রবার। এবারে তাদের খেলা ৩৮ বছরে পদার্পন করলো। এবারের খেলায় মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথমে অতিথি বরন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী খেলার সুচনা করা হয়। প্রথম খেলায় বর্ধমান লোকো ফুটবল কোচিং সেন্টার ও বালাজী একাদশ মুখোমুখি হয়।

খেলায় বর্ধমান লোকো ৬-০ গোলে বালাজী একাদশকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে। খেলার প্রথমার্ধে বর্ধমান লোকো তিনটি গোল করে এগিয়ে যায়। ১১ ও ৩৪ মিনিটে মার্শাল মুর্মু দুটি গোল করেন, এবং ১৭ মিনিটে আবতাব হোসেন একটি গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধে, ৩১ এবং ৪৪ মিনিটে অর্পণ কোনার দুটি গোল করেন। ৪৬ মিনিটে আবতাব হোসেন তার দ্বিতীয় এবং দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন। এই খেলার সেরা হন বর্ধমান লোকোর খেলোয়াড় মার্শাল মুর্মু।

পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের সম্পাদক সেখ ফিরোজ আহম্মেদ জানান তাদের পরবর্তী খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ ই নভেম্বর, সোমবার। ওইদিন জৌগ্রাম ফুটবল কোচিং সেন্টার এবং রানাডি সাকিব অ্যান্ড তাসরিন একাদশের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

# জলঙ্গীতে এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করলেন সাংসদ আবু তাহের খান

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খানের উদ্যোগে এই প্রথম জলঙ্গীর মাটিতে এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেলে।

শুক্রবার দুপুরে আট দলীয় এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্যোগ নেন সাংসদ আবু তাহের খান,আয়োজন করেন শিক্ষক তুহিন হোসেন,পরিচালনা করেন FUC ক্লাব জলঙ্গী হাই স্কুল মাঠে।এদিনের এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান,বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,আয়োজক তুহিন হোসেন,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, জলঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৌশিক পাল,দক্ষিণ ও উত্তর জোনের দুই ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ ও আমজাদ আলী খান,সহ প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ,যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ ব্লকের একাধিক জনপ্রতিনিধি গনের পাশাপশি ক্লাবের সকল সদস্য গণ। এদিনের খেলার মাঠে খেলা প্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।সাংবাদিকের সাংসদ আবু তাহের খান বলেন এত সুন্দর একটা এমপি কাপ খেলার শুভ উদ্বোধন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে আমাকে শুক্রবার প্রথম রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হলো আগামী ১৭ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার সকাল দশটায় হাই স্কুল মাঠেয় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে উক্তদিনে ডোমকল মহকুমা বাসীকে আহ্বান করেন যেনো সকলে এসে ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন।একিই ভাবে আয়োজক শিক্ষক তুহিন হোসেন বলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যুবদের আইকন,আমাদের নেতা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় আমরা এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের কথা ভাবি সেই মত আমাদের প্রিয় মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খানের উদ্যোগে এই প্রথম মুর্শিদাবাদে এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়ে গেলো,খুব ভালো লাগছে এত সুন্দর একটা খেলা এলাকাবাসীকে উপহার দিতে পেরে।ক্লাবের সদস্য বলেন আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট করে আসছি কিন্তু এমপি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রথম করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে যেভাবে সাংসদ আবু তাহের খান উদ্যোগ দিয়েছেন অপর দিকে শিক্ষক তুহিন হোসেন সহযোগিতা করেছেন বলে এত সুন্দর একটা বড়ো এমপি কাপ টুর্নামেন্ট পরিচালনা করতে পারলাম আমরা FUC ক্লাবের সদস্যরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**